গণনাট্য, গণসঙ্গীত : কিছু ভাবনাচিন্তা

একটি সাংস্কৃতিক বিতর্ক

গণনাট্য, গণসঙ্গীত : কিছু ভাবনাচিন্তা	দিলীপ বাগচী	পৃষ্ঠা ৩৬১
প্রতিবাদী বক্তব্য	শম্ভু বাগ	পৃষ্ঠা ৩৭৩
লেখকের জবাব	দিলীপ বাগচী	পৃষ্ঠা ৩৭৮
প্রাসঙ্গিক বক্তব্য	মহাশ্বেতা দেবী	পৃষ্ঠা ৩৯৫

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত
"এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণনাট্য, গণসঙ্গীত, কিছু ভাবনাচিন্তা

দিলীপ বাগচী

হামার গান তোমরা ভাইরে সাঙ্গ করি নিও
সময় আলে আগুনে গান হাজার কণ্ঠত্ গাইও
-- নিবারণ পন্ডিত

গান শুনে বা নাটক দেখে হাততালি দিয়ে বাড়ি গেলেই হবেনা, হাজার কণ্ঠে সেই গান যদি গাওয়া হয়, শত শত দল যদি সেই নাটক মঞ্চস্থ করে, তবেই তা হবে সদর্থে গণসঙ্গীত বা গণনাটক । বহু নাটক হলো, বহু 'আগুনে গান' রচিত হলো - কিন্তু 'হাজার কণ্ঠত্' সে গান গাওয়া হলো না বা গাওয়া গেল না । অথচ ফিল্মের শস্তা কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল গান থেকে 'সাধ না মিটিল'-মার্কা অদৃষ্টবাদী গান পর্যন্ত এবং ভালবাসার তাবৎ হ্রো-হট নাটক হট কেকের মত ছড়িয়ে গেল ।

গণ নাটক ও গণ সঙ্গীতও কি জনপ্রিয় হচ্ছে না ? হচ্ছে বৈকি ! এই তো ক'দিন আগে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে 'সেকালের ও একালের গণ সঙ্গীত'-এর জমজমাট আসরে সেকালের ও একালে মার্কসবাদী (অবশ্য ভারতীয় !) শিল্প-ভাবনার প্রদর্শনী হয়ে গেল দামী প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে ! (আমরা সেকালের ও একালের মার্কসবাদী চিন্তার প্রদর্শনীর অপেক্ষায় রইলাম !) আকাশবাণীতে মে-দিবসের (১৯৮০) বিশেষ অনুষ্ঠানে 'জন হেনরী', 'গৌরীশৃঙ্গ তুলেছে শির' ইত্যাদি গান শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম । এছাড়াও আকাশবাণীতে প্রায়ই কণ্ঠে বা যন্ত্রের সুরে কিছু কিছু গণ-সঙ্গীত শোনা যায়, (শুনেছি টি-ভি তেও নাকি গণসঙ্গীত জাতে উঠেছে !) আকাশবাণীতে প্রগতিশীল নাটক মায় ব্রেখট-ঋত্বিক নাটকও শোনা যাচ্ছে আজকাল । মাঝে মাঝে তাই ঘাবড়ে গিয়ে ভাবি - সমাজতন্ত্র এসে গেল নাকি !

ষাটের দশকে 'ভারতের সীমানায় ...... নতুন চীনের আমি পদধ্বনি শুনি' (ভূপেন হাজারিকা), 'গুঁজ রহা হৈ চারো ওড় হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' (হারীন্দ্র চট্টোঃ), 'উঠা হৈ তুফান ...... এক চীন বনা হৈ অব তো সাথী লাখো চীন বনেঙ্গে' (কোন রসিকের অভিজ্ঞতায় নাকি রবীন্দ্রনাথের 'এক দিন চিনে নেব তারে' পর্যন্ত !) ইত্যাদি গান গায়ককে ভারত রক্ষা আইনের পাল্লায় ফেলতো - এটা নিজস্ব অভিজ্ঞতা । মহান গণশিল্পী শহীদ সুব্বারাও পাণিগ্রাহীর

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সৌজন্যে www.milansagar.com

অভিজ্ঞতা আমাদের লোহিত কণিকাকে উত্তপ্ত করে এখনও। কারান্তরালে অথবা ভারত নামক স্বাধীন দেশের দেশব্যাপী উন্মুক্ত কারাগারে ঘাতকদের হাতে নিহত শহীদ গণশিল্পীদের কণ্ঠস্বর আজো আমাদের স্মৃতির শহীদবাগে উজ্জ্বল ভাস্বর। ভুলিনি মিনার্ভাতে আক্রান্ত 'কল্লোল'-এর পাশে গিয়ে দলে দলে দাঁড়ানো উদ্দীপ্ত তরুণদের কথা। ভোলা কি যায় শহীদ প্রবীর দত্তের কথা ? এরই পাশাপাশি ভুলতে পারিনা আর একটি দিনের কথা। যে দিন কলকাতার একটি জেল ভেঙ্গে পালালেন 'দেশের শত্রু কিছু মাওপন্থী বন্দী', সেইদিনই কাটোয়া শহরে পুলিশ-নিয়ন্ত্রিত ভীড়ের ভেতর দিয়ে কালোবাজারে চড়া দামে টিকিট কেটে দেখেছিলাম উৎপল দত্ত রচিত শান্তিগোপাল অভিনীত 'মাও সেতুং' পালা ! সেই কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের রক্তঝরানো দিনগুলিতে মার্কস থেকে মাও পর্যন্ত কমিউনিস্ট নেতাদের জীবন নিয়ে রচিত পালা গানগুলি দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পরিপূর্ণ আসরে অভিনীত হয়েছে - যদিও তখন মাও রচনাবলী দূরে থাক, মাও প্রসঙ্গই বে-আইনী ছিল। সেই জরুরী অবস্থার মধ্যেই 'স্বৈরতন্ত্রের' হাত ধ'রে আজকের এই কেমন-কেমন-করা সমাজতন্ত্র-সমাজতন্ত্র হাওয়াটা আসতে আরম্ভ করে ; না, আর ও একটু আগে থেকে - সত্তরের দশকের শুরুতেই সেই অঘোষিত জরুরী অবস্থার সময় থেকে, লেনিন শতবর্ষে তাঁকে ডাক-টিকিটায়িত করে, তাঁর নামে সরণী চিহ্নিত করে ও ময়দানে তাঁর অবয়বকে প্রস্তরীভূত ক'রে (হয়তো চিন্তাধারাকেও !)। স্তালিন ও মাওয়ের ক্ষেত্রেও এমন পরিণতির অপেক্ষায় আছি !

গণনাট্য সংঘের সক্রিয় সদস্য হিসেবে সুদীর্ঘকাল নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন গ্রামের বহু আসরে অংশগ্রহণ করেছি। পেছনে একটি গাঢ় একরঙা পর্দা ঝুলিয়ে হ্যাচাকের আলোয় যৎসামান্য রূপসজ্জায় অভিনয় হতো। বেশিরভাগ সময়ই আবহসঙ্গীত থাকত না। থাকলেও হারমোনিয়াম, আড়বাঁশী, ঢোলক, ঝাঁঝ বা স্রেফ কণ্ঠস্বর-এর বেশি আর কিছু নয়। তিন আনার (এখনকার উনিশ পয়সা) টিকিট কেটে হাজার হাজার লোক দেখেছে। মনে আছে নদীয়ার পলাশীপাড়া গ্রামে সাধারণ মানুষের দাবিতে একই রাতে একই নাটক পরপর দু'বার অভিনয় করতে হয়েছিল। এত অল্প আয়াসে নাটক করা যায় দেখে গ্রাম থেকে অনেকেই আসতেন আমাদের নাটক ও পরামর্শ নিয়ে নিজেরা অভিনয় করবেন বলে। সেই পঞ্চাশের দশকে গ্রামাঞ্চলে গণনাট্য সংঘের অনেক শাখা গড়ে উঠেছিল। পলাশীপাড়া গ্রামের গণনাট্য শাখার 'মহেশ' নাটকটির অভিনয় সে সময় প্রচুর সাড়া জাগিয়েছিল ও জনপ্রিয়তা অর্জন

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

করেছিল । প্রশংসিত হয়েছিল মাজদিয়া শাখার উদ্যমও । গণনাট্যের সাথে সম্পর্কহীন বহু গ্রামীণ যাত্রা দল সে সময় গণনাট্য সংঘের অভিনীত নাটক অভিনয় করেছেন পূজাপার্বনের গ্রামীণ আসরে । কলকাতার শহরতলি ছাড়াও মফঃস্বলের বহু সদর ও মহকুমা শহরে সে সময় গণনাট্য সংঘের বহু শাখা গড়ে ওঠে - গণনাট্য আন্দোলন ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে । সে সময় নির্বাচনে ও বিভিন্ন গণ-আন্দোলনকে উপজীব্য ক'রে বহু পথনাটিকাও জন্ম নিয়েছিল । ১৯৫৭ সালে দিল্লীর সর্বভারতীয় সম্মেলনে সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে গণনাট্য সংঘকে সরকারের আঁচলধরা সংগঠনে পরিণত করার প্রশ্নে যে বিতর্ক, বিরোধ ও প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাতেই গণনাট্য সংঘের সংগঠিত চেহারা ভেঙ্গে পড়ে । এরপর কিছু ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও একক সংগঠনের ভেতর দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে গণনাট্য আন্দোলনের ধারা শম্বুক গতিতে চলতে থাকে । জন্ম নিতে আরম্ভ করে গ্রুপ থিয়েটারগুলি, নানা ইয়ুথ কয়ার বা সঙ্গীতগোষ্ঠী ।

গণনাট্য আন্দোলনের পরিণতিতে কলকাতা ও আশেপাশে অনেক গ্রুপ-থিয়েটার গড়ে উঠেছে । বহু রঙ্গমঞ্চও তৈরি হয়েছে । সেসব রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটার অনেক 'প্রগতিশীল বামমার্গী' নাটক মঞ্চস্থ করছেন, নাটক নিয়ে নিত্যনূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে । অফসেটে ছাপা বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় তাদের দগ্ধ বিদগ্ধ সমালোচনা বেরুচ্ছে । দৈনিকগুলির সিনেমার পৃষ্ঠার সিনেমার বিজ্ঞাপন প্রায় কোনঠাসা - শুধু যাত্রা আর থিয়েটারের বিজ্ঞাপন - তার মধ্যে যাত্রা রাজসিক মর্যাদায় । যাত্রা সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর দল বদল (ফুটবল খেলোয়াড়দের মত) ট্রামে-বাসে-ট্রেনে বহু আলোচিত সংবাদ । মে দিবসের লড়াই থেকে চীন বিপ্লব বা কিউবা পর্যন্ত তাবৎ বিপ্লবী সংগ্রামের বারুদের আওয়াজে যাত্রার আসর মুখরিত, বক্স অফিস সরগরম । তবু বলব, গণনাট্য হচ্ছে না - গণনাট্য তার গণ চরিত্র হারিয়েছে । পলাশীপাড়া বা গোকর্ণ বা জলঙ্গীর কৃষক ঘরের ছেলেরা নিজেরা এসব নাটক গ্রামের আসরে নিজেরা মঞ্চস্থ করতে চাইছে না, চাইছে না কলকারখানার মজদুররাও ।

কিছুদিন আগে একটি গ্রাম্য যাত্রাদলের নায়ক দুঃখ ক'রে বলছিলেন, 'এতদিনের বাপ জ্যাঠাদের পত্তন করা দল এবার তুলে দিতে হবে'। কারণ তাঁর অভিজ্ঞতায়, 'লোকে আর হ্যাচাকের আলোয় গোঁফ কামানো ফিমেলের পার্ট শুনতে চাইছে না, চাইছে না গাঁয়ের পদা মুচির কনসার্ট পার্টি শুনতে । হায়ার ক'রে ক'রে ফিমেল, ড্যান্সার, কনসার্ট আর জেনারেটর আনার

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

পয়সা কে দেবে ? এতো টিকিট-কাটা গান নয় । পুজো কমিটি বেশি দেবে না, নিজেরাই বা এ বাজারে আর কত বেশি চাঁদা দোব শখ ঠেকাতে ! কলকাতার যাত্রার কাছে আমাদের যাত্রা, পোলাওয়ের পাশে বাসী পান্তা !' যাত্রাদলটি কিছুদিন পর সত্যিই উঠে গেছে । এ দলটি ছিল ক্ষেতমজুর, ছোট মাঝারী চাষী, গ্রাম্য মুদি ও কিছু প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে তৈরি । এমনি ক'রে বহু দল উঠে যাচ্ছে । পাশে গজিয়ে উঠছে গ্রামের নব-ধনী বাবু শ্রেণীদের যাত্রার নামে 'ফুরতি' করার ক্লাব । এখানে আসেন ধনী কৃষক, হাস্কিং-গমকল-পাম্পসেটের মালিক, পাটের দালাল, ধনী চাল ব্যবসায়ী, কিছু শিক্ষক ও গ্রামীণ মস্তানরা । নাটক করা যাদের কাছে, প্রয়াত নট-নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর ভাষায়, 'সপ্তম রিপু'র তাড়না ছাড়া অন্য কিছু নয় । এই সব 'ফুরতি' করার ক্লাবের জন্য (মফঃস্বল শহরে ও কিছু কিছু অফিস ক্লাবের নামেও এ ধরনের 'ফুরতি' করার নাটুকে দল আছে) বেশ কিছু কাল ধরে একটা ব্যবসা গড়ে উঠেছে । ব্যবসাটা হচ্ছে নাটক করার তাবৎ জৈব ও অজৈব উপাদান সরবরাহ করার । মফঃস্বলের বা শহর কলকাতার বহু নিম্নবিত্ত সমাজের মেয়ে নিছক পেটের দায়ে (নাটক করার তথা শিল্প সৃষ্টির আগ্রহে নয়) ঐসব ব্যবসাদারদের মাধ্যমে ঐসব নাটকের ক্লাবে ভাড়া খাটছেন । এঁদের উপার্জনের একটা বড় অংশ ব্যবসাদারদের পকেটে যায় । নাটক করতে গিয়ে এঁরা অনেকেই 'ফুরতি'বাজদের রিরংসার শিকার হন । এসব ক্লাবের বহু সদস্য আবার নানা ধরনের তরল ও বায়বীয় নেশারও চর্চা করেন ক্লাব কক্ষে, জুয়াও চলে অনেক ক্ষেত্রে । এত কিছু বলছি একটা বেদনাদায়ক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে - সেটা হচ্ছে, অপসংস্কৃতির মূল ছড়াচ্ছে গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনের অভ্যন্তরে । যাত্রা শিল্পের মুনাফা শিকারী ব্যবসায়ীরা পদা মুচিদের সাংস্কৃতিক জীবনকে অন্ধকার করে দিয়ে গ্রামের যাত্রাকে এক জটিল জাঁকজমকপূর্ণ ব্যয়বহুল সংগঠিত শিল্পে ও বিলাসীর প্রমোদ উপকরণে পরিণত করেছেন - ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়ে হয়েছে পাটরাণী ! বলতে পারেন এও এক ধরনের শ্রেণীচ্যুতি (declassed) । কিন্তু অতঃপর পদা মুচিরা কি করবে তাদের অবসর সময়ে ? তাদের সৃজনশীল মন কোন্ বিকৃতির পথে বাঁক নেবে কে জানে ? এটাই ভয়াবহ কথা । এই শূন্যস্থান পূর্ণ ক'রে, পদা মুচিদের সাংস্কৃতিক শূন্যতাকে ভরিয়ে তাদেরকে সাংস্কৃতিক জীবনে পুনর্বাসন দিতে পারে একমাত্র গণনাটক - গণনাট্য আন্দোলন । এটা সম্ভব গ্রাম জীবন (বা শিল্পাঞ্চলের ক্ষেত্রে কারখানা জীবন)-এর বাস্তব অবস্থা সম্পৃক্ত জীবন-সংগ্রাম ও তার চূড়ান্ত জয়ের ইঙ্গিত বা পথ-নির্দেশক নাটক রচনা ক'রে । এজন্য নাট্যকারকে অবশ্যই ঐ সব

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

জীবনের সাথে একনিষ্ঠ হয়ে সংযুক্ত হ'তে হবে - খবরের কাগজের রিপোর্ট বা ছুটিতে দেশের বাড়িতে থাকার অভিজ্ঞতা বা পাড়াগাঁয়ের বন্ধুর মুখে শোনা বর্ণনাতে যা সম্ভব নয় । এখানে কোন ফাঁকি থাকলে চলবে না । প্রয়োজনে অন্যান্য গ্রামীণ তথা লোক-নাটকের (যথা আলকাপ, বোলান, কেষ্টযাত্রা ইত্যাদি) সহজ কাঠামো-(form)-কে অবলম্বন করা হলে ফল ভালই হবে মনে হয় । এতে মঞ্চস্থ করার খরচও অনেক কমে যাবে ।

লোক-জীবনের ওপর লেখা নাটকের অভাব আছে প্রথমাবধিই । গ্রাম জীবনের ওপর ভিত্তি ক'রে লেখা নাটক যা আছে এক-আধটা, তাতে সেখানকার সমস্যা ও সংগ্রামকে গভীরভাবে তুলে ধরতে পারে নি । নেহাৎই তত্ত্বের ছকে ফেলে বসানো জীবনের ও তার সংগ্রামের চিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্বাসযোগ্য নয় - তাই বক্তব্য (তা যতই সংগ্রামী ও যথার্থবোধ হোক) জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া বলে মনে হয় । নাটকের ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও গ্রামীণ চরিত্র আনতে কেবল মাত্র ২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া (ইদানীং বাঁকুড়া) অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারই বেশি । এর কারণ অন্যান্য অঞ্চলের নাট্যকাররা এখনো নাটক ফেলেন নি আসরে । অবশ্যই অভিনয়কারীরা প্রয়োজনে নিজেদের এলাকার স্থান ও আঞ্চলিক ভাষা ঐ সব নাটকে (নাটকের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্যকে বিকৃত বা পরিবর্তিত না করে) ব্যবহার করতে পারেন - গণনাটকে এই পরিবর্তনের অধিকার জনগণের থাকবে বলেই এটা গণ-চরিত্র পাবে । নিজেদের আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে হীনমন্যতা থাকলে নাটক গণ-চরিত্র হারাবে ।

গ্রুপ থিয়েটারের নাটকগুলি প্রগতিশীল হলেও তা গণনাটক পদবাচ্য নয় । মঞ্চসজ্জা, আলোর কারিকুরি, উচ্চমানের অনিবার্য আবহ সঙ্গীত, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নীরিক্ষার নামে বিদেশী নাটকের অনুবাদ, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাটক, বিচিত্র নাটক কাঠামো - (সংস্কৃত + গ্রীক) + ২ বা এই ধরনের নানা ককটেল - ইত্যাদি ছাড়াও অতি পরিশ্রুত ভাষা ও কষ্টসাধ্য বিচিত্র বাক্যবিন্যাস - সবকিছু মিলে মিশে যা হচ্ছে, তা কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের বোধ ও রুচির গন্ডীতে পরিবেশন-যোগ্য । অবশ্যি তাঁরা ও জনগণ-এর একটা - সংখ্যালঘু হলেও - অংশ (জনৈক রসিক বন্ধুর মতে, 'জনগণ'-এর সংজ্ঞা নাকি দু'হাজার টাকা মাসিক মূল বেতনধারী পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে - নইলে নাকি মন্ত্রীরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন !) । এইসব 'অপেশাদার' (কলকাতার অপেশাদার ফুটবলারদের মত !) গ্রুপ থিয়েটারের নাটক মফঃস্বলে মঞ্চস্থ করার খরচ পেশাদার যাত্রার চেয়ে এমন কিছু কম নয়, উপরন্তু সীমাবদ্ধ প্রেক্ষাগৃহে

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

মফঃস্বলে এসব নাটকের দর্শকও সীমাবদ্ধ (যদিও অনেক দর্শক কিছু না বুঝেই এসব নাটক দেখেন বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত হতে) । গ্রুপ থিয়েটার কোনো বিশেষ আদর্শবাদে পরিচালিত নয় - কাজেই তারা ওসব না হয় করতেই পারে, কিন্তু এখনো যে সব গণনাট্য শাখা 'গণনাট্য' পরিচয় দিয়ে টিকে আছে তাদের অবস্থা কি ? একটি মফঃস্বল জেলা শহরের গণনাট্য সংঘের সম্পাদক জানালেন যে তাঁরা চার/সাড়ে চার হাজারের নীচে গ্রামাঞ্চলে তাঁদের যাত্রা আসরস্থ করতে পারবেন না ! ব্যবসায়িক নাটক দলের সাথে তবে গণনাট্য দলের ফারাক কোথায় - কেবলমাত্র সাইন বোর্ডে কি ? আজ গণনাট্য আন্দোলন এইভাবেই জনজীবনের ব্যাপক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর এক ধরনের এষ্টাব্লিশমেন্টে অথবা 'প্রগতিশীল মুনাফা শিকারী'তে (রাশিয়ার প্রগতিশীল ঋণ বাণিজ্যের মত!) পরিণত হয়েছে । অপসংস্কৃতির মুনাফা শিকারকে পাল্লা দিতে সংগ্রামী সংস্কৃতির মুনাফা অর্জনের ঘোড়দৌড় - 'বিপ্লবের আহ্বানে মঞ্চ রোমাঞ্চিত' - দর্শক হতবাক - পুলিশ ভীড়নিয়ন্ত্রক - অতএব সমাজতন্ত্র আর দূরে কি ?

গণ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একই দশা । সাম্প্রতিককালে একটি গঞ্জ ধরনের গ্রামে কিছু উৎসাহী যুবক (বলা বাহুল্য রাজনীতি সচেতন) মে-দিবস উদযাপন করছিলেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে । জনৈক গণশিল্পী জোবালো আবেগপ্লুত কণ্ঠে গাইলেন 'জন হেনরী', 'শঙ্খচিলের গান', 'Long live Revolution' ইত্যাদি । একমাত্র উদ্যোক্তারা ছাড়া শ্রোতাদের অন্য কেউ সেসব গান গ্রহণ করলেন না । গণ সঙ্গীতের আসরে নিজের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও এমনতরো অতীত অভিজ্ঞতা আছে যথেষ্ট । অথচ রেডিও- টি ভি-তে গণসঙ্গীত কৌলীন্য পেয়েছে, অনেক ইয়ুথ কয়ার গণসঙ্গীতকে সম্ভ্রান্তের মর্যাদা দিতে সফল হয়েছেন । গণনাটকের মতই গণসঙ্গীতও আর ব্রাত্য নেই, তা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অবসর বিনোদনের বিলাসবহুল সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে । অর্থাৎ এক কথায় গণসঙ্গীত তার গণ চরিত্র হারিয়েছে । গণ সঙ্গীতের গণ চরিত্রকে সচেতন ভাবে খতম করা হয়েছে তার সম্ভ্রান্ত চরিত্র আনতে, ভোঁতা করা হয়েছে তার সংগ্রামী কথা ও সুরের ধারকে । এসব ব্যাপারে বহুক্ষেত্রেই সন্তানের হত্যাকারী জন্মদাতা স্বয়ং - এবং এটা করার অধিকার তার নেই । উদাহরণ হিসেবে মাত্র দুটো গানের কথা বলব : (১) ভূপেন হাজারিকার 'ভারতের সীমানায় .... নোতুন চীনের আমি পদধ্বনি শুনি' গানটি রেকর্ড মাধ্যমে জনপ্রিয় করার জন্য হ'ল 'মোর গাঁয়ের সীমানায় .... নিশীথ রাত্রির প্রতিধ্বনি শুনি' ; (২) সলিল চৌধুরীর 'ও ভাইরে, ভাই বন্ধু চল যাই রে, রাম-রহিমের বাছা' গানটি তেভাগার

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সশস্ত্র বিদ্রোহী আন্দোলনকে রূপ দিয়েছিল, তাতে ছিল মা বোনদের প্রতি ডাক, '... আঁশবঁটি আর কাটারীটা রেখো ধারাল ক'রে, / আছে দেশের দুশমন যত, / পায় শিক্ষা উচিত মত / বোঝে, বাংলাদেশের মা বোন কত শক্তি হাতে ধরে ।।' কিন্তু গানটি হেমন্ত মুখার্জীকে দিয়ে রেকর্ড করানোর সময় এইসব বাদ গেল, সুরের বলিষ্ঠভাব হয়ে গেল স্নিগ্ধ পেলব । এমন বহু উদাহরণ তুলে ধরা যায় ।

ভাষা-সুর ব্যবহার তথা উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও গণসঙ্গীত ব্যাপক জনগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে । প্রথমতঃ ভাষার কথাই ধরা যাক । অতি পরিশ্রুত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পক্ষে মাত্র বোধগম্য ভাষা, উপমা, প্রতীক, স্থান-কাল-পাত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে অধিকাংশ গানে । দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপকভাবে বিদেশী সুর, যা ব্যাপক জনগণের অভ্যস্ত শ্রুতির বিরোধী, ব্যবহৃত হচ্ছে - হোক না তা চীনা সুর । তৃতীয়তঃ পাশ্চাত্য রীতির জটিল বৃন্দায়ন (orchestraisation) ও অনুষঙ্গীরূপে ব্যয়বহুল যন্ত্রসঙ্গীত । এ সবই অভ্যাস ও ব্যবহারের পক্ষে দুরূহ । এই রকম ক'রে গণসঙ্গীতকে অতি সচেতন ভাবে রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীতের মতই আর একটা স্কুলে পরিণত করা হচ্ছে - এবং এটা ব্যবসায়িক স্বার্থেই করা হচ্ছে । এখানেও সেই বুর্জোয়া এষ্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামী এষ্টাব্লিশমেন্টকে প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তাদের সাথে আপোষে প্রতিযোগিতার শ্রেণী সমঝোতার নীতি ও আদর্শ থেকেই হচ্ছে । এই আপোষ সমঝোতার ফলে কড়া-ধরা হাতের বন্দুকটা ধীরে ধীরে সাকীর হাতের বাঁশীতে পরিণত হচ্ছে, যাদের ঘুম কেড়ে নেবার কথা তাদের সুখনিদ্রার সহায়কে পরিণত হচ্ছে । আমরা যারা গণসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আত্মশ্লাঘা বোধ করি, সেই আমরাও কেমন ক'রে যেন নিজেদের অজান্তে এই 'প্রগতিশীল' এষ্টাব্লিশমেন্টের ফাঁদে প'ড়ে বাবুরাম সাপুড়ের নির্বিষ ঢোঁড়ায় পরিণত হ'য়ে অজগরের পেটে যাচ্ছি ! পাতি বুর্জোয়া ঘর থেকে আমরা এসেছি, পাতি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সমাজের পরিবেশে আমরা থাকি, রেডিও-টিভি-রেকর্ড শিল্পী হবার (আর এক ভূপেন-সলিল-শম্ভু-উৎপল হবার) স্বপ্ন আমরা নিজের অজান্তেই মনের মধ্যে পোষণ করি ! তাই আমরা শিকার হই অতি সহজে । সেই জন্য নিজেদের এই পাতি বুর্জোয়া মানসিকতার বিরুদ্ধেই প্রথম সংগ্রামে নামতে হবে ।

গণ সঙ্গীতের প্রতিষেধক হিসেবে লোকসঙ্গীতকে তুলে ধরার এক প্রচেষ্টাও চলেছে । বহু গোষ্ঠী ও বহু নামী দামী শিল্পী কয়ার ক'রে গাইছেন । সবিশেষ ইউরোপ-আমেরিকার বাজারেও ভারতীয় সাধুর মত ভারতীয় লোকসঙ্গীত

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ভালই কাটছে। ফলে জামা-কাপড়-বিলাস সামগ্রীর মত লোক সঙ্গীতেরও 'এক্সপোর্ট কোয়ালিটি' তৈরি হয়েছে, তৈরি হয়েছে লোক-নৃত্যেরও। গ্রামের যাত্রার মত গ্রামের লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যও অদূর ভবিষ্যতে 'কলকাতার যাত্রা'র রূপ পেতে চলেছে। সাধু সাবধান!

এইসব লোকসঙ্গীতের (অনেক ক্ষেত্রে শহুরে গীতিকার রচিত) মধ্যে আছে অদৃষ্টবাদ, দেহতত্ত্বের গোলকধাঁধা, খেউর মার্কা গান। লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত সমার্থবোধক মনে হলেও সমগুণ বা সমমূল্য নয়। লোকসঙ্গীত যদি নদীর অপরিশ্রুত জল হয়, তবে 'এক্সপোর্ট কোয়ালিটি' লোকসঙ্গীত হচ্ছে তাতে রং-স্যাকারিন-সেন্ট দেওয়া (জলটা অপরিশ্রুত রেখেই), আর গণসঙ্গীত হচ্ছে তাকে পরিশ্রুত ক'রে প্রয়োজনে ক্লোরিন দেয়া।

গণসঙ্গীতের সম্পর্কে এতক্ষণ বহু নেতিবাচক কথা বলা হ'ল। তাই গণসঙ্গীত কিভাবে তার গণ চরিত্র পাবে সেটা আমার বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে চাই। (১) এর ভাষা-উপমা ও প্রতীককে জনজীবন থেকে নিতে হবে; (২) সুরের জন্য লোকসঙ্গীতের ও ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের ভান্ডারকে ব্যবহার করতে হবে, এবং সেই সুর যাতে সহজেই সাধারণ কণ্ঠে উঠতে পারে সেটা দেখতে হবে। সুরের সূক্ষ্ম কাজ নিশ্চয়ই অলংকার হিসাবে থাকবে, কিন্তু গানের পক্ষে সেই অলংকার যেন অপরিহার্য হ'য়ে না যায়। (৩) সহজলভ্য দেশীয় যন্ত্রাদিকে সঙ্গী করে যাতে গাওয়া যায় সেটা দেখতে হবে; (৪) বৃন্দায়ন বা সম্মেলক হলে তা যেন পাশ্চাত্যের জটিল হার্মনাইজেশনের পদ্ধতিতে না হয়। পাঁচালী, পালা কীর্তন বা ভাঙ্গড়ার লোক পদ্ধতির সম্মেলক কণ্ঠরীতি সহজে তোলা যায় এবং তা নিশ্চয়ই অশ্রাব্য নয়।

একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গণ নাটক বা গণ সঙ্গীত তার গণ চরিত্র পায়। উপরে সেই পদ্ধতির একটা দিক বললাম। এরপর সেটাকে যখন আসরে পরিবেশন করা হবে তারপর শ্রোতাদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়াকে যাচাই করতে হবে, অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে জনগণের সমালোচনা আহ্বান করতে হবে। আবার তাকে জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হবে। নিজেদের গানকে জনগণকে দিয়ে সেই আসরেই গাওয়ানোর উদ্যম নিতে হবে। সমালোচনা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের গতানুগতিক পশ্চাৎপদ ধ্যান ধারণার কাছে আত্মসমর্পণ অবশ্যই নয়; যে আদর্শকে জনগণের কাছে রাখছি জনগণ কিভাবে সেটা সহজে ধরতে পারে সেটাই জানতে হবে। এইভাবেই জনগণের জিনিষ জনগণের কাছে যাবে একটা নতুন চেতনার আলো নিয়ে।

সৌজন্যে www.milansagar.com

"গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

গণ সঙ্গীতের প্রচারের জন্য গ্রামীণ শিল্পী, মায় ট্রেনের গায়ক-ভিখারীদেরকেও উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে । গ্রামীণ শিল্পীরা যাতে গণ সঙ্গীত রচনা করেন সেটাও উৎসাহিত করতে হবে । তাদের সাথে পড়ে থাকতে হবে । প্রাথমিক দিকটা বেশ কষ্টসাধ্য - কিন্তু একবার গতিলাভ করলে দ্রুত ছড়িয়ে যাবে এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ।

গণ সঙ্গীত কত রকমের হতে পারে এটা এমন কিছু ধরা বাঁধা ব্যাপার নয় । তবু আলোচনার আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে বলা যায় যে তা মোটামুটি চার রকমের : (১) কাহিনী মূলক, (২) আবেগ মূলক, (৩) ব্যঙ্গ ধর্মী ও (৪) চেতনার মানকে উন্নত করার জন্য শিক্ষামূলক । কিন্তু সমস্ত গানই হবে প্রবল আশাবাদী ও জনগণের আত্মপ্রত্যয়কে দৃঢ় করার জন্য । বেদনার গান যেন বিদ্রোহের অগ্নিবীণায় শেষ হয় । ব্যঙ্গধর্মী গান যেন এটা দেখায় যে কোন যথার্থতাকে কোন অপদার্থতা গ্রাস করছে - তাতে যেন আক্রমণের স্থুল একটু থাকে - নইলে সেটা নিতান্তই নেতিবাচক হবে ।

অনেকেই অনুযোগ করেন (কেউ কেউ রসিকতার ছলে) যে গণসঙ্গীত পরিবেশনের আগে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা সঙ্গীতকে শ্রোতার কাছে বোঝা বানিয়ে ছাড়ে ! গণসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু অনেক সময় দরকার হয়, বিশেষতঃ আমাদের দেশে, যেখানে জনগণ পাশের গ্রামের ঘটনা সম্পর্কেও যথেষ্ট খবর রাখেন না, তাঁদের কাছে কানপুরের কথা, কোচবিহারের কথা বলতে গেলে একটু ভূমিকা তথা গৌরচন্দ্রিকা তো দরকার হবেই । তবে এ সমালোচনার একটা দিক গ্রহণযোগ্য যে ভূমিকাটি যেন পূর্বকল্পিত এবং কথকতার ঢংয়ে গানের অংশ হয়ে ওঠে (যেমন কৃষ্ণ কীর্তনের ক্ষেত্রে হয়) এবং যেন তা নাতিদীর্ঘ হয় । অবশ্যই সকলশ্রেণীর সব গানেই যে ভূমিকা দরকার, তা ঠিক নয় - এক্ষেত্রে আবার শ্রোতাদের চেতনার মানদন্ডটাও ধর্তব্য ।

ইদানীং কেউ কেউ গণসঙ্গীতে শ্লোগান-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন । গণসঙ্গীত যেহেতু জীবন ও তার সংগ্রাম সম্পর্কে একটি বিশেষ আদর্শ ও মূল্যবোধকে তুলে ধরে, সেহেতু তার মধ্যে 'শ্লোগান' খুঁজলেই পাওয়া যাবে । পরিবেশনের গুণে 'শ্লোগান' রসোত্তীর্ণ সঙ্গীতের মর্যাদা পায় এবং সেটাই হওয়া সঙ্গত, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই । তেমনি এটাও বুঝতে হবে যে, গণসঙ্গীত প্রেমের বা জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির নান্দনিক প্রতীক নয়, এখানে কোনো কিছু বিমূর্ত আকারে আসে না, আসতে পারে না । গণসঙ্গীত 'হাজার কন্ঠত' গাওয়ার 'আগুনে গান' । আসলে দেখতে হবে 'শ্লোগান'

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

অপ্রাসঙ্গিকভাবে জবরদস্তি দুম্‌দাম্‌ আসছে কি না। মুকুন্দ দাস থেকে নজরুল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত গণ সঙ্গীত রচয়িতাদের কোন্‌টাতে 'শ্লোগান' নেই ? সমস্ত ধরনের গানই অল্পবিস্তর শ্লোগান ধর্মী - যেহেতু প্রতিটি গানই একটা বিশেষ জীবন দর্শনকে আশ্রয় ক'রে রচিত। গণসঙ্গীত আত্মনিবেদনের গান নয়, আত্ম-প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান। জনগণ গানকে গ্রহণ করছেন কিনা গণসঙ্গীতের উত্তীর্ণ হবার মাপকাঠি সেটাই। কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, দেহতত্ত্বের গোলকধাঁধা দর্শন, 'সাধ না মিটিল' মার্কা শত শত অদৃষ্টবাদী গান যদি ক্যাটকেটে শ্লোগান না হয়, যদি জনগণ তা নিয়ে থাকে, তবে বস্তুবাদী দর্শন, দ্বন্দ্বতত্ত্ব ইত্যাদি 'শ্লোগান'ই বা গান হিসেবে তুলে দিলে জনগণ না নেবেন কেন ? আমাদের দেশের কবিগান ও তর্জা-গান তো প্রচন্ড তাত্ত্বিক বিতর্ক-ধর্মী গান। সে সব গানের আসরে হাজার হাজার অজ্ঞ-মূর্খ-নিরক্ষর শ্রোতা সোৎসাহে রাত জেগে উপস্থিত থাকেন কেন - নিশ্চয়ই চক্ষুলজ্জার খাতিরে নয় ! প্রখ্যাত গণশিল্পী শেখ গুমানী, লম্বোদর চক্রবর্তী, রমেশ শীল প্রমুখের কবিগানের আসরে বিজ্ঞান বনাম ধর্ম, কম্যুনিজম বনাম গান্ধীবাদ ইত্যাদি যাঁরা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন। বর্তমানে 'অরণি' গোষ্ঠীর সমাজ বিবর্তনের উপর রচিত কবিগান প্রশংসনীয় উদ্যোগ, সুরেশ বিশ্বাসের বস্তুবাদ ইত্যাদির উপর রচিত গানগুলিও তারিফ করার মত সন্দেহ নেই - কিন্তু গানগুলি আরো গণমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঐ গানগুলি রাজনীতি-জানা লোককে যত বেশি মুগ্ধ করে, রাজনীতি সম্পর্কে অল্প চেতনা বা চেতনাহীন লোককে ততটা নয়। কবি-গায়কদের যে প্রধান গুণ, আসরে নেমেই কয়েক কলি গাইবার পর শ্রোতাদের চেতনার মানকে বুঝে নিয়ে সেই মত তাৎক্ষণিক রচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে আসরের মান অনুযায়ী পরিবেশন করা, সেটা 'অরণি'র ক্ষেত্রে নেই। তাঁদের সবটাই পূর্বপরিকল্পিত, ফলে আসর বুঝে নমনীয় করতে পারেন না। তাঁরা এটাকে সারিয়ে নিন এবং এ ধরনের আরো গান বাঁধুন। একথাও মনে রাখতে হবে যে গণসঙ্গীত পাঠ ক'রে ধীরে সুস্থে অর্থ বুঝবার মত কবিতা নয়, সঙ্গীত শ্রবণ মাত্র সুরের সহযোগে কথা তখুনি শ্রোতাকে তার অর্থ বুঝিয়ে দেবে - তাই শব্দচয়ন-উপমা-প্রতীকের প্রয়োগ সম্পর্কে খুবই সতর্ক হতে হবে। কৌতুক পরিবেশনের পর যদি শ্রোতাকে 'এবার হাসুন, কারণ আমি এই কথাটা বলছিলাম'- বলতে হয়, তবে তার চেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর কি আছে ? 'শ্লোগান' অর্থাৎ দর্শনটা যেন সহজবোধ্য হয়। এই কারণেই গণসঙ্গীতে 'শ্লোগান' খুঁজে বের করা বা তার বিরুদ্ধে 'শ্লোগান সর্বস্বতার' অভিযোগ আনা,

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

আমার মনে হয়, শিল্পে বিশুদ্ধতাবাদের একধরনের 'প্রগতিশীল' সংস্করণ।

এত আলোচনার পর একটা বিষয়ে অনেক পাঠকের মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, তা হ'লে কি উন্নত মানের মঞ্চ-কৌশল বা যন্ত্রসঙ্গীত বা গায়কী ব্যবহার হবে না ? আমার মনে হয়, এই প্রশ্নের পেছনে যুক্তির চেয়ে পাতিবুর্জোয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেগ, অসুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং গোপন ব্যবসায়ী মনোভাব বেশি সক্রিয়। ক'দিন আগে লোকসভায় রঙ্গীন টিভি আগে না সর্বত্র পানীয় জল সরবরাহ আগে এই নিয়ে তুমুল বিতর্ক হ'ল। এর আগেও বামপন্থীরা ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে পরমাণু অস্ত্র বা মহাজাগতিক অভিযানের জন্য উপগ্রহাদি নির্মাণ হাস্যকর ও বেদনাদায়ক বিলাসিতা বলে বলেছেন - যেমন বলেছেন রঙ্গীন টিভি-র প্রসঙ্গে। আমাদের গ্রাম্য প্রবাদে বলে, 'নেই সিকির পুতের নাম দশ সিকির সিন্নী !' ঐসব তথাকথিত উন্নত মান-কুশলতার দরকার এখন নেই। জনগণের চেতনার মান ও আর্থিক অবস্থার মান উন্নত না হওয়া পর্যন্ত ঐসব পরীক্ষা-নীরিক্ষার নামে বা মানোন্নয়নের নামে গণ নাটক ও গণসঙ্গীতকে উন্নত করতে যাওয়া নির্দোষ বোকামী মাত্র নয় - এক ধরনের শোধনবাদী বজ্জাতি - যার আসল উদ্দেশ্য জনগণের সম্পদকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জনগণের শত্রুদের হাতে শেষ পর্যন্ত তুলে দেওয়া। বলশয় থিয়েটার বা পিকিং অপেরার উন্নত মান, আজ আমরা যা দেখছি, তা সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের যুগে। আর আমরা এখনো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব করার কথা ভাবছি আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় কিছু সৎ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। সর্বহারা আজো ব্যাপকভাবে বিপ্লব ভাবনা থেকে, যে কারণেই হোক, দূরে। এখন দরকার দ্রুত জনগণকে সচেতন করা, শিক্ষিত করা, উদ্যোগ গ্রহণে - সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে - উদ্বুদ্ধ করা। রুশ দেশে বা চীন বিপ্লবের জয়ের আগে পর্যন্ত সাংস্কৃতিক কর্মীরা গ্রামে গ্রামে কারখানায় কারখানায় ছোট ছোট প্রায় নিঃখরচে মঞ্চস্থ করা যায় এমন নাটক, গীতিনাট্য ও সঙ্গীত নীল আকাশের নীচে - মশাল বা হ্যারিকেনের আলোয় মঞ্চস্থ করতেন বলে জানি। চীনের ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুষ্ঠানের ছবি দেখেছি পত্রিকাতে। আমরা যদি জানি যে সামনে দিন জোর লড়াইয়ের, দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের, তবে আমরা কি করে শহরাঞ্চলে স্থায়ী মঞ্চে উচ্চমানের কলাকুশলতা ও যন্ত্রাদির সাহায্যে নিরাপদে বিপ্লবের রোমাঞ্চ স্থায়ীভাবে দেখাতে পারব এটা ভাবি ? কি করে ভাবতে পারি যে শ্রেণীশত্রুরা তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও প্রচার মাধ্যম তাদেরই ওপর আঘাত হানার কাজে ব্যবহার করতে দেবে ? যদি দেয়, তবে জানতে হবে আমাদের নাটক ও

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০০৩) থেকে নেওয়া।

গান তাদের স্বার্থের পরিপন্থী নয়, বরং সহযোগী ; জানতে হবে তাহলে আমাদের নাটক ও গান জনগণের বিরুদ্ধে, শত্রু শিবিরের পক্ষে । অবশ্যই আমাদের শ্রেণীশত্রুদের অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে আমরা সুযোগমত তাদের মাধ্যমকে আমাদের কাজে ব্যবহার ক'রে নেবো - কিন্তু তা বলে এটাই একমাত্র স্থায়ী পদ্ধতি হ'তে পারে না - যেহেতু সংগ্রাম আরম্ভ হলে শত্রুরাও জোট বাঁধবে। আমাদের মাধ্যম আমাদের কলাকৌশল সবই হবে আমাদের মত, আমাদের জনগণের জন্য ; আর ওদেরটা হবে ওদের মত, আমাদের তথা জনগণের শত্রুদের জন্য । এই সহজ সরল সত্যটা মাথায় রাখতে হবে ।

চলতি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন দাবী করে - এমন কোন মতাদর্শ বা আদর্শবাদীকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য বুর্জোয়ারা দুটি কৌশল অবলম্বন করে । হয় তাকে ভয়ংকর দানবের চেহারায় চিত্রিত করে, নতুবা তাকে দেবতা বা অবতার বানিয়ে ড্রইংরুমের শ্রীবৃদ্ধিকারী ক্যালেন্ডারের ছবিতে বা ধূপমালা সজ্জিত পুতুলে পরিণত করে । শেষের কৌশলটি সবচেয়ে চতুর, সবচেয়ে সহজে গ্রহণযোগ্য এবং সবচেয়ে মারাত্মক কৌশল । এটাকে আমরা বলতে পারি আত্তীকরণ পদ্ধতি (assimilation) । ইতিহাসে এ রকম ঘটনার ভুরি ভুরি সাক্ষাৎ মিলবে । গৌতম বুদ্ধের লোকায়ত দর্শনকে কোনমতে রুখতে না পেরে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা শেষকালে তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বানিয়ে তাঁর দর্শনের বারোটা বাজালেন । ফ্রান্সের ডমরেমী গ্রামের কৃষক কন্যা জোয়ানের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশপ্রেমের আদর্শকে ঠেকাতে প্রথমে তাঁকে ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা হ'ল এবং কাজটা খুব কাঁচা হয়ে গেছে বলে পরে তাঁকে সেইন্ট (সন্ত) বানানো হল - এবং এ দুটোই করল চার্চ, শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনে । এই সেদিনও যারা ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের 'লেনিনের বাচ্চা' (পরে স্তালিনের / মাওয়ের বাচ্চা) ব'লে 'গাল' দিত, লেনিনকে অশ্লীল কদর্য ভাষায় খিস্তি দিত, সেই ভারতের শাসকশ্রেণী আজ ভারতের ডাকটিকিটে লেনিনের প্রতিকৃতি ছাপছে, তাঁর নামে রাস্তার নামকরণ করছে, নগরীর মর্মস্থলে মর্মরমূর্তি স্থাপন করছে লেনিনের ! তাই রেডিও-টিভিতে গণসঙ্গীত গণনাটক শুনলে, পুলিশ নিয়ন্ত্রিত ভীড়ে বেআইনী মাও-এর আইনসম্মত জীবনীর পালাগান শুনলে প্রকৃতপক্ষে রোমাঞ্চিত হই না, আতঙ্কিত হই, তবে কি আমাদের সংগ্রাম ধার হারিয়ে দেবতা হ'য়ে জনগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে সেকালের কিউরিয়ো বা ক্যালেন্ডারের ছবি হয়ে গেল ? আমরা কি এটা সচেতনভাবে হ'তে দেবো ? না, কখনই না ! জনগণের সংস্কৃতিকে জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে আমরা, গণশিল্পীরা, অঙ্গীকারবদ্ধ।

(*দ্রি দ্র - প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতির সবই স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা, কাজেই সামান্য ভুলচুক থাকতেই পারে - দিলীপ বাগচী ।*) [*অনীক (আগস্ট, ১৯৮০) পত্রিকার সৌজন্যে*] ৩৭২

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

'গণনাট্য-গণসঙ্গীত ঃ কিছু ভাবনা-চিন্তা' প্রসঙ্গে

প্রতিবাদী বক্তব্য / শম্ভু বাগ

গত আগস্ট সংখ্যা '৮০-র 'অনীক' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় দিলীপ বাগচীর প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োচিত। এইরকম একটি মূল্যবান লেখা বেরিয়েছিল ১৩৮৬-র শারদ সংখ্যা 'প্রস্তুতিপর্বে' - শ্রদ্ধেয়া মহাশ্বেতা দেবীর 'আজকের লেখা ঃ কি ও কেন'। দুটি লেখার মধ্যে বেশ একটি অদ্ভুত মিল রয়ে গেছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে একই পর্বের একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির গাড়িটির জোয়ালে দু'জনেই সমানভাবে কাঁধ লাগিয়েছেন। এজন্যে তাঁরা দু'জনেই সমান ধন্যবাদ পাবার অধিকারী।

একথা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমাদের 'মাথায় পচন' (মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায়) শুরু হ'য়ে গেছে। আমরা অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীরা 'এসেছি পাতিবুর্জোয়া ঘর থেকে' (দিলীপ বাগচীর ভাষায়) এবং ধীরে ধীরে আমরা 'এষ্টাব্লিশমেন্টের শিকার'(দিলীপ) হ'য়ে পড়ছি। এঁদের দুজনের লেখার একটি লাইনকেও আমি অস্বীকার করতে পারি না। তবুও একটা কথা আমাকে বিশেষ ভাবিয়ে তোলে যে, সমালোচনা কি শুধুই খুঁত খুঁজে বেড়াবে, না তা হবে কিছু সহানুভূতিশীল - সর্বাংশে গঠনমূলক!

আমি যাত্রার লোক, যদিও পেশা শিক্ষকতা। তাই ওই প্রবন্ধ দু'টির যাত্রা সংক্রান্ত অংশেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখছি। প্রগতিশীল লেখা মানেই তো তা অনেকাংশে বিপ্লবমুখীন। এই বিপ্লবের কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয়া লেখিকা (মহাশ্বেতা) বলেছেন, 'বিপ্লব তো এখন চড়া দামে বিকোচ্ছে। যাত্রায় বিপ্লব সব চেয়ে বেশি। আজ রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা, কাল সিঁদুর নিও না মুছে, পরশু হো-চি-মিন। পালা নাট্য লিখছেন বিশাল বিপ্লবী।' এখানে 'রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা' বা 'হো-চি-মিনের' সঙ্গে 'সিঁদুর নিও না মুছে'-র কোন সম্পর্ক নাই। মনে হয় লেখিকার পালাগুলি সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় শুধুমাত্র লোকমুখে শুনেই Contentগত দিকে এক ক'রে ফেলেছেন। যাই হোক, আমার রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা ও রমেন লাহিড়ীর হো-চি-মিন পালা যাত্রায় আসায় ক্ষতিটা কি হয়েছে? এর বদলে 'রাত্রি ও রমণী' বা 'বারবধূ' জাতীয় পালা পরিবেশিত হলেই কি ভাল হ'তো? যেখান থেকে যেটুকু ভাল পাওয়া যায় সেটুকুই তো লাভ। অবশ্য বুর্জোয়ারা সমাজতন্ত্রের কথা বললে ভয় পাবারই কথা। যেহেতু দল-মালিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক একটি ক্ষুদে জগৎ শেঠ। এদের একমাত্র

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

লক্ষ্য মুনাফা অর্জন, লোক-শিক্ষাটা মূলধনের অংশ বিশেষ। আর ব্যবসা মানেই তো মুনাফা অর্জন। তবু এই মুনাফালোভীদের মুখে সমাজতন্ত্র বা বিপ্লবের জয়গান শুনলে ঘাবড়েই যেতে হয়। সন্দেহ হয়, 'সমাজতন্ত্র কি এসে গেল' (দিলীপ)। তবে এটাও তো ঠিক যে, যে প্রকাশক লেনিন বা মাও-এর রচনাবলী প্রকাশ করেন তিনি সবক্ষেত্রে মার্কসিস্ট নন বা সর্বহারা শ্রেণী থেকে আসেননি (কারণ যে কোন ব্যবসাতেই investment দরকার)। তাহলে কারা প্রকাশ করবেন ওই সমস্ত মূল্যবান দলিল ! ওই সমস্ত দলিল-সদৃশ রচনা প্রকাশ করার জন্যে কি উক্ত প্রকাশককে আমরা ফাঁসিতে ঝুলাবো ! তা'হলে 'টাকার খেলা' (মহাশ্বেতা) অনেক জায়গাতেই চলছে। এই টাকার জন্যই কি সরকারী বিজ্ঞাপন পাবার জন্যে 'অনীক'-কে (গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ?) অনেক লড়ালড়ি করতে হয়নি ! বা মহাশ্বেতা দেবী যা লিখছেন বা লিখেছেন, তা যতই প্রগতিশীল হোক, তা কি ব্যবসায়িক দিক থেকে 'করুণা প্রকাশনী'র ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ায় নি ! তাঁর 'অগ্নিগর্ভ' পড়ে একজন গোঁড়া কংগ্রেসীকে চলন্ত ট্রেনে বহু যাত্রীর সামনে 'বাঃ ! অপূর্ব !'- বলে চেঁচিয়ে উঠতে শুনেছি। ট্রেন ভ্রমণের একঘেয়েমি কাটাতে উক্ত ভদ্রলোক কি 'চড়াদামে বিকোনো বিপ্লব'-কে (মহাশ্বেতা) 'বিশাল প্রমোদ শিল্পের' (মহাশ্বেতা) অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেনি ! আর আমার মত একজন অধম পালাকার যদি লেনিন, কার্ল মার্কস, রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা, ক্রীতদাস বা মহেঞ্জোদাড়োর মত কিছু পালা যাত্রাদলে দিয়েই থাকে তাই বলে তাকে 'বিশাল বিপ্লবী' (মহাশ্বেতা) ব'লে উপহাস করতে হবে বা বিদ্রুপের চাবুক মারতে হবে ! তবে পালাগুলির মধ্যে যদি প্রতিক্রিয়াশীল কোন বক্তব্য প্রকাশ পায় তা অবশ্যই স্বীকার করে নেওয়া বা নিজের ভুল সংশোধন করে নেবার মত মানসিকতা আমার আছে।

অন্যদিকে দিলীপ বাগচী বলছেন, 'ভুলিনি মিনার্ভাতে আক্রান্ত *কল্লোল*-এর পাশে গিয়ে দলে দলে দাঁড়ানো উদ্দীপ্ত তরুণদের কথা। ভোলা কি যায় শহীদ প্রবীর দত্তের কথা ? এর পাশাপাশি ভুলতে পারি না আর একটি দিনের কথা। যেদিন কলকাতার একটি জেল ভেঙ্গে পালালেন, *দেশের শত্রু কিছু মাওপন্থী বন্দী,* সেইদিনই কাটোয়া শহরে পুলিশ-নিয়ন্ত্রিত ভিড়ের ভেতর দিয়ে কালোবাজারে চড়াদামে টিকিট কেটে দেখেছিলাম উৎপল দত্ত রচিত শান্তিগোপাল অভিনীত *মাও সেতুং* পালা !'

সত্যিই তো, যে সময় 'মাও রচনাবলী দূরে থাক, মাও প্রসঙ্গই বে-আইনী ছিল, সেই জরুরী অবস্থার মধ্যেই *স্বৈরতন্ত্রের* হাত ধরে আজকের এই

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

কেমন-কেমন-করা সমাজতন্ত্র-সমাজতন্ত্র হাওয়াটা আসতে আরম্ভ করে' (দিলীপ) কেমন ক'রে । সন্দেহ হবারই কথা । তবে একথাটা তো ঠিক যে, পি এল টি যে স্লোগান (পোস্টার) দিয়েছিলেন, 'কল্লোল চলছে, চলবে' - তা যুবশক্তিরই সাহসে, সুস্থ চেতনাসম্পন্ন দর্শকদের চাপে পড়েই 'কল্লোল' চালাতে শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হয়ে অনুমতি দিয়েছিল ! তেমনি হয়তো ওই রকম 'জেল ভেঙ্গে পালানো' বা বেশ কিছু ভালো পালার প্রত্যাশী দর্শকদের চাপেই লেনিন, মাও-সেতুং, হো-চি-মিন জাতীয় পালাগুলি আসরস্থ করবার সুযোগ পেয়েছিল যাত্রাদলগুলি - যদিও আমরা জানি, বুর্জোয়া-পদসেবী-সরকার সমাজতন্ত্রী মানুষের স্লোগানগুলিই অতি কৌশলে নানাভাবে প্রচার ক'রে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে । এই বিভ্রান্তি থেকে জনগণকে সচেতন করা যেমন সুস্থ রাজনৈতিক নেতাদের কর্তব্য, তেমনি কর্তব্য থেকে যায় সুস্থ সংস্কৃতিবান মানুষের । তাই যাত্রাদলে ওই জাতীয় পালা হলে ভয় করবার কি আছে ?

দিলীপবাবুর অরও ভয় গ্রামের যাত্রাদলগুলি উঠে যেতে বসেছে বলে । তাঁর ভয় (যাত্রাদলের নায়কের বাচনিক) 'এতদিনের বাপ জ্যাঠাদের পত্তন করা দল এবার তুলে দিতে হবে । ... কোলকাতার যাত্রার কাছে আমাদের যাত্রা, পোলাওয়ের পাশে বাসী পান্তা ।' এর সামূহিক কারণগুলিও উক্ত নায়ক দেখিয়েছেন । সে কারণগুলি কি অমূলক ! তার জন্যে কি চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাব ? ব্যবসাদারদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ কি ? মহাশ্বেতা দেবী তো এ সম্পর্কে বলেছেনই : 'যাদের কাছে আশা করার কিছু নেই, তাদের দোষারোপ করে চলা নিজেকে অপচয় করা মাত্র ।'

সত্যিই গ্রামের যাত্রার দলগুলি উঠে যাচ্ছে (যদিও কোলকাতার যাত্রার দলের উচ্ছিষ্ট পালাগুলিই তারা অভিনয় করত এবং কিছু এখনও করে)। এর সমালোচনা করতে দিলীপবাবুকে লাগে না । কারণ আমি নিজেই 'পদা মুচিদের' (দিলীপ) এরকম বহু সংস্থার সঙ্গে জড়িত । হাজার চেষ্টা করেও সীমিত খরচে, সীমিত পোষাক, আলো ও অপ্রয়োজনীয় অর্কেস্ট্রা বাদ দিয়ে কোন সুস্থ পালা অভিনয় করাবার মানসিকতাকে তাদের মধ্যে গঠন করতে পারিনি । ধরে নিলাম, সে আমার অক্ষমতা । এবং তা অক্ষমতাই । তবে একথা ঠিক, যতক্ষণ না আমরা কোলকাতার পেশাদার (ব্যবসাদার) দলগুলির একটা কিছু বিকল্প গড়ে তুলতে পারবো, ততক্ষণ সমালোচনা এবং উপদেশ সবই আমাদের ব্যর্থ হবে ।

আমার মনে হয়, আমরা যারা (আমাকে বাদ দিয়েই ধরুন)

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সংস্কৃতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি, আমরা ডাঙ্গা জমিতে বীজ বপন ক'রে চলেছি। কারণ, প্রগতিশীল রাজনীতির পরে প্রগতিশীল সংস্কৃতি। প্রগতিশীল রাজনীতি যদি ভূমি প্রস্তুত না করে তাহলে শুধুমাত্র প্রগতিশীল সংস্কৃতির আবাদ কি সম্ভব! দিলীপ বাগচী বা মহাশ্বেতা দেবী কাদের জন্যে? অনীক বা প্রস্তুতিপর্ব বা অনুষ্টুপ বা উদ্দীপন কারা পড়ে? যে দেশে ৭০/৮০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর, সে দেশের বুকে সংস্কৃতি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা কি অবান্তর হবে না!

প্রশ্ন জাগছে, দিলীপবাবুর প্রবন্ধে বন্ধনীকৃত 'আর এক ভূপেন-সলিল-শম্ভূ-উৎপল হবার' - মধ্যে এই 'শম্ভূ' কি আমিই সেই ব্যক্তি! যদি তাই হয়, তাহলে, অন্যের কথা জানিনা, আমার অপরাধটা তিনি বিশ্লেষণ ক'রে দেখালে ভাল করতেন। সংশোধন করবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারতাম। কোলকাতার দলে পালা-নাটক দিই ; এই কি আমার অপরাধ। মহাশ্বেতা দেবী ও দিলীপবাবুকে যেমন যেতে হয় 'অনীক' বা 'প্রস্তুতিপর্ব' বা করুণা প্রকাশনীর মাধ্যমে, আমাকেও তেমনি পালা নিয়ে জনগণের সামনে আসতে হয় কোন একটি পেশাদার দলের মাধ্যমে। তাই পেশাদার দল প্রকাশকের বহুবর্ণ রঞ্জিত কভারের মত। Commercial দিকটা খুলে রাখবেই। মুকুন্দ দাসের মত দল তৈরি ক'রে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরবার সামর্থ আমার কোথায়? তাছাড়া তিনি তো (দিলীপ) বলেইছেন,'আমরা নিরুপায়ভাবে এষ্টাব্লিশমেন্টের শিকার হ'য়ে পড়ছি'। তার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক সংকট। 'পাতি বুর্জোয়া ঘর থেকে' (দিলীপ) যখন এসেছি তখন পেটে খিল এঁটে কতক্ষণ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখবো?

এই প্রসঙ্গে বছর দু'তিন আগের একটা ঘটনা মনে আসছে। শ্রদ্ধেয় গণসঙ্গীত-শিল্পী হিমাঙ্গ বিশ্বাস আমাকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখেন। তিনি এক সময় তাঁর অসমীয়া ভাষায় লেখা 'কুলাখুড়ার চোতাল' কাব্যগ্রন্থের একটি কপি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। উপহার পত্রে স্বহস্তে লিখেছিলেন, 'মরমীয়া নাট্যকার শম্ভুবাগলৈ'। তারপর চীন থেকে ফেরার পর 'সোভিয়েৎ দেশ' পত্রিকা অফিস থেকে তাঁর চাকরী চলে যায়। এ সময় আমরা কয়েকজন একটি পত্রিকা বার করছিলাম। এই পত্রিকায় একটা লেখার জন্যে একটা চিঠি লিখে আমার এক বন্ধুকে হিমাঙ্গদার কাছে পাঠাই। তিনি চিঠি পড়ে আমার বন্ধুকে বলেছিলেন, 'শম্ভু বোধহয় আমার বর্তমান অবস্থা জানে না। সামান্য লেখালেখিতেই আমার এখন জীবিকা চলছে।' অর্থাৎ তিনি কিছু দক্ষিণা চেয়েছিলেন। যদি আমাদের সে রকম অবস্থা থাকতো, নিশ্চয়ই দিতাম। এমনিভাবে কি দিলীপবাবু ও মহাশ্বেতা দেবী শুধু লিখেই ক্ষান্ত হবেন, যদি তা

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত
"এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

পেট ভরাবার কোন হদিস না দেয় ? আর অনীক বা প্রস্তুতিপর্ব- এদের মধ্যেও কি মুনাফার কোন মাকড়সা বাসা বাঁধেনি ! না বাঁধে খুবই সুখবহ । আমারও অবস্থা তাই । কারণ আমার নাটক অন্য কোন পেশাদার দল করে না, তাই যে করে সে যে হাত তোলা কিছু দিয়ে সম্পূর্ণরূপেই আমাকে ব্ল্যাকমেল করে, তা আমিও জানি । তবু উপায় কি ! লাভ ও সান্ত্বনা এইটুকু যে, তবু তো পালা কাহিনীর (content) কিছু প্রচার তো হবে, (অবশ্য মহাশ্বেতা দেবী ও দিলীপবাবু বলেছেন, এটা একটা সুবিধাবাদী পাতি বুর্জোয়া সুলভ মনোভাব) তা সে যাদের দ্বারাতেই হোক (মহাশ্বেতা দেবীর লেখা তো 'যুগান্তরে'ও ছাপা হয়) ।

তাই আমি বারবার অনুরোধ করছি, বিষয়গত যদি কোন ভুলভ্রান্তি থাকে তা যেমন দেখিয়ে দিলে আমি অবশ্যই সংশোধন করবার চেষ্টা করবো, তেমনি সমালোচনা হোক গঠনমূলক, তা যেন কোনক্রমেই বিধ্বংসী না হ'য়ে ওঠে ।

[অনীক (ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১) পত্রিকার সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

লেখকের জবাব / দিলীপ বাগচী

আমার লেখা পড়ে বিশিষ্ট প্রগতিপন্থী পালাকার শ্রীশম্ভু বাগ মশাইয়ের প্রতিক্রিয়া পড়লাম। অন্য কিছু বলার আগে বলি যে, আমার লেখায় শম্ভুবাবু নিজেকে আক্রান্ত বোধ করার কারণ পদবী শূন্য নাম। আমি গণনাট্য আন্দোলনের একদা অন্যতম নায়ক, আজকে ভিন্নতর ধারায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত, প্রতিষ্ঠিত নাট্যশিল্পী শম্ভু মিত্রকে বোঝাতে চেয়েছি।

হয়তো এই পর্যন্ত লিখলেই আমার দায় ফুরিয়ে যেত, যেহেতু শম্ভুবাবু আমার সব গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ ও বক্তব্যকেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তা হ'ল না। কারণ শম্ভুবাবু সব কিছু মেনে নিয়েও তাঁর নিজের কর্মকান্ডকে সঙ্গত বলে প্রমাণ করতে ও তাছাড়া অন্যকিছু প্রশ্নে যে সব কথা বলেছেন তার জন্য বাধ্য হয়েই কিছু লিখছি।

শম্ভুবাবু অত্যন্ত বিনয়ী-নিরীহ-সহানুভূতি-আকর্ষক ভঙ্গীতে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরলেও তার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ ও আক্রমণ এবং বিপজ্জনক প্রশ্নগুলি বিন্দুমাত্র ধার হারায় নি।

আমার ও মহাশ্বেতা দেবীর চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে মিল লক্ষ্য ক'রে আমাদের উভয়কেই যে খোঁচা - 'সাহিত্য-সংস্কৃতির গাড়িটির জোয়ালে' জুড়ে - দিতে চেয়েছেন, আমাকে লাগে না, হয়তো মহাশ্বেতা দেবীকেও নয়। কেন লাগে না তাও শম্ভুবাবু বলে দিয়েছেন, একই পর্বে একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ বলে। গাড়ির জোয়ালে অতএব আমরা দুজন নয়, 'একই পর্বে একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ', অর্থাৎ জনযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে বিপ্লবী চেতনায় প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ, সকল অনীক মিলেই যে অনীকিনি এ জোয়াল কাঁধে নেবার দায়িত্বে, তাঁরা সবাই আছেন। বিপ্লবী দর্শনে প্রভাবিত ব্যক্তিদের চিন্তন প্রক্রিয়া একটা বিশেষ তাত্ত্বিক খাত বেয়ে চলে বলেই কলকাতা ও ক্যালিফর্ণিয়াবাসী দুই পৃথক ব্যক্তি (একই আদর্শবাদে বিশ্বাসী) একই সময় কোন বিশেষ বিষয়ে একই পথে চিন্তা করেন। প্রসঙ্গতঃ বলি, শম্ভুবাবুর মতই মহাশ্বেতা দেবীও আমার কাছে অপরিচিতা। শম্ভুবাবুর 'ক্রীতদাস' পালা আসরে দেখেছি, কিন্তু মহেশ্বেতা দেবীর কোন লেখাই আমি অদ্যাবধি পড়িনি, এমনকি তাঁর 'প্রস্তুতি পর্ব'তে (শম্ভুবাবু-উদ্ধৃত) লেখাও নয়, এটা আমার দুর্ভাগ্য (সম্প্রতি তাঁর কিছু বই কেনার আয়োজন করেছি)।

শম্ভুবাবু অভিযোগ করেছেন যে আমার লেখায় নাকি শুধু খুঁত খোঁজা হয়েছে - কোন সহানুভূতি নেই বা গঠনমূলক কোন বক্তব্যও নেই।

শম্ভুবাবু একটু ধৈর্য ধরে পড়লেই দেখতে পেতেন ও পাবেন যে, আমার লেখাটা মূলতঃ গঠনমূলক লেখাই । বিষয় নির্বাচন, উপস্থাপন, পরিবেশন, Form ইত্যাদি বিষয়ে আমার ভাবনা-চিন্তার সবটাই ঐ লেখাতে আছে, বেশ বিশদ ভাবেই আছে - তবে সেটা পেশাদার যাত্রা বা সঙ্গীত ব্যবসায়ীদের কাজে লাগাবার জন্য নয়, বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীদের জন্য । তাই সে সব কথার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন ।

কেবলমাত্র মুনাফা সন্ধানী ('লোক শিক্ষাটা মূলধনের অংশ বিশেষ' - শম্ভু বাগ) যাত্রা দলের মালিক বা পেশাদার 'এক কামরে মে বন্ধ্ হো' মার্কা সঙ্গীতের পসারীর পাশাপাশি প্রকাশনা শিল্পের তুলনা টেনে শম্ভুবাবু নিজের অবস্থানকে যুক্তি-গ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছেন । আমার মনে হয় তুলনাটা ঠিক নয়, বরং যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর । কারণ, (১) পেশাদার যাত্রা দলের বিকল্প ব্যবস্থা ও সৎ, সামান্য খরচে প্রকৃত লোক শিক্ষামূলক বিপ্লবী আদর্শবাহী পালা দেখানো যায় । অতীতে গণনাট্য সংঘ তা দেখিয়েছেন । সেটা যে আজো সম্ভব তা তো শম্ভুবাবুও স্বীকার করেছেন, '... সীমিত খরচে, সীমিত পোষাকে, আলো ও অপ্রয়োজনীয় অর্কেষ্ট্রা বাদ দিয়ে কোন সুস্থ পালা' অভিনয় করানো যায় যদি অভিনয় করার (সেইরকম নাটক) মানসিকতা থাকে । প্রসঙ্গত বলি, শম্ভুবাবুর এই গঠনমূলক চিন্তার অনুরূপ কাজ করার কথা তো আমিও বলেছি । (২) পেশাদার সঙ্গীত শিল্পীর পাল্টা বিকল্প গণসঙ্গীত শিল্পীরাও কম কেন, ক্ষেত্র বিশেষে বিনামূল্যেও সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারেন । কিন্তু প্রকাশনার ক্ষেত্রে এরকম বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় যাতে পুস্তক ব্যবসায়ীর দামের সাথে পাল্লা দিয়ে যৎসামান্য খরচে বা বিনা খরচে বই দেওয়া যায় । কারণ, কাগজ, মুদ্রণ ইত্যাদি শিল্পকে তাদের মুনাফা দিতেই হচ্ছে । আবার, প্রকাশনা শিল্পের একদিকে যেমন 'বিবর' সাহিত্য প্রকাশনার একটা ধারা আছে, তেমনি সেই 'নীলদর্পণ' প্রকাশের ধারা বেয়ে সৎ-সংগ্রামী-বিদ্রোহী-বিপ্লবী সাহিত্য প্রকাশনারও একটা ধারা বিদ্যমান আছে তৎকালের জাতীয়তাবাদী প্রকাশকদের মাধ্যমে । একথাও সত্য যে সেই প্রকাশকরা যেমন ঝুঁকি নিয়েছেন, তেমনি অনেকে লেখককে তাঁর ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতেও কসুর করেন নি, তাঁদের মুনাফা লেখকের আদর্শের বা বক্তব্যের উপর প্রভাব ফেলেনি - আজো ফেলেনা - যেহেতু তাঁরা জানেন যে, সে লেখার একটা এমন নির্দিষ্ট পাঠক গোষ্ঠী আছেন যাঁরা সে লেখা যে কোন মূল্যে সংগ্রহ করবেন - আর তাঁদের রুচিরও পরিবর্তন করা যাবে না - অন্য হাল্কা লেখা দিয়ে । ঐ প্রকাশকদের মুনাফা কমিটেড

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

পাঠকদের পকেট কেটেই আসে । পরবর্তীকালে মার্কসবাদ সংক্রান্ত মৌলিক গ্রন্থাদি যাঁরা প্রকাশ ও প্রচার করে থাকেন, শ্রেণীগতভাবে তাঁরা সর্বহারা না হলেও অবশ্যই তাঁদের শ্রেণীবন্ধু, তাঁদের চিন্তাধারার বন্ধু - মার্কসবাদের প্রচারক। এঁরা ঐ জাতীয় পুস্তক প্রকাশনার জন্য নানা সময়ে নানা ধরনের নির্যাতন ভোগ করেছেন । প্রকাশনা শিল্পের আর একটা সুবিধা হচ্ছে যে, পুস্তক বা পাণ্ডুলিপিকে দীর্ঘকাল সঞ্চয় ক'রে রেখে সময়-সুবিধামত বাজারে আনা যায় (যে সুবিধা যাত্রা প্রযোজকদের নেই, কিছুটা আছে চলচ্চিত্র ও রেকর্ড ব্যবসায়ীদের) । প্রকাশনা শিল্পের ছোট বড় যে ধরনেরই হোক একটা নির্দিষ্ট রেডিমেড মার্কেট আছে এবং নিত্য-নূতন ফ্যাশনের হাওয়ায় হঠাৎ পড়ে যাবার সম্ভাবনাও তার কম । বিনিয়োগের দিক থেকেও, একটি পালা নামাতে আজকাল একজন যাত্রাসম্রাট বা সম্রাজ্ঞীকে যে পরিমাণ অর্থ (হয়তো চুক্তির বাইরেও) দিতে হয় তার অর্ধেকের কম টাকায় কয়েকটি মাঝারী উপন্যাস ছাপা যায় । সবচেয়ে যেটা বড় কথা তা হচ্ছে প্রকাশনা শিল্পের অঞ্চলটা অত্যন্ত ছোট - শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ - তাও আমাদের দেশে এঁদের খুব কম অংশই নিজের পয়সায় বই কিনে পড়েন । যদিও 'প্রগতিশীল' পালার দর্শকও কমিটেড ও বিশেষ মানসিকতা সম্পন্ন - তবু দ্বন্দ্বতত্ত্ব না পড়া, কেবলমাত্র মার্কস-নাম জানা বা না জানা বহু দর্শকও আসরে সমবেত হন । তাঁরা 'কার্ল মার্কস' পালা দেখেই মার্কসবাদ সম্পর্কে কিছু জানার আশায় যান - আর এই আগ্রহকে কাজে লাগান যাত্রা মালিক, নিজের মুনাফা শিকারের কাজে । 'নীলদর্পণ' কি 'মাও রচনা' প্রকাশমাত্র বাজেয়াপ্ত হবে জেনেও প্রকাশক ঝুঁকি নেন - কারণ তা গোপনে বিক্রি হতে পারে । কাজেই কোন 'বিপজ্জনক' বিষয় ছাপতে তাঁর আপত্তি থাকে না । এইরকম সম্ভাবনার কথা জেনে কিন্তু কোন যাত্রা মালিকই প্রযোজনার তথা বিনিয়োগের ঝুঁকি নেবেন না । তাঁকে তাই পালার কাহিনী সেন্সর না করলেও, যাচাই করে নিতে হবে - সমস্ত সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে নিতে হবে - কমিটেড দর্শক ছাড়াও বেশিরভাগ অন্যান্য সাধারণ দর্শককে টানার জন্য কিছু চটকের ও চমকের ভেজাল দিতেই হবে (যেমন ধরুন ভিয়েতনাম বিষয়ক কোনো নাটকে মার্কিন সৈন্য কর্তৃক নারী ধর্ষণের খুঁটিনাটি সব, যেমনটি দেখেছিলাম হাটেবাজারে পালায়) । এটা কিন্তু বিপ্লবী পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে ঘটেনা । সুতরাং পেশাদার যাত্রার পালাকারকে যাত্রা মালিকের পছন্দ রক্ষা ক'রে তাঁর কলমকে চালাতে হবে । ফলে বিপ্লবী চরিত্র বা আদর্শ সে সব পালায় তার নিজের ডাইমেনশন বা প্রয়োগগত তাৎপর্য হারাতে বাধ্য । এই বিচ্যুতি স্বভাবতই অতি সচেতন দর্শক

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ছাড়া অধিকাংশের ধরার বাইরে থেকে যাবে - ফলে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে যাবে - হতে থাকবে অতি সূক্ষ্ম অথচ মোক্ষম মানসিক প্রতিক্রিয়ায় । আর সাধারণ দর্শক অর্থাৎ শম্ভুবাবু যে শতকরা ৭০/৮০ ভাগ নিরক্ষর মানুষের কথা বলেছেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত পালার ঐ চটক আর চমকটুকুই মনে রাখবেন (যথা 'অঙ্গার'-এর জলে ডোবার দৃশ্য, 'কল্লোল'-এর প্লেন ও জাহাজের যুদ্ধ কিম্বা আগুনের দৃশ্য আজও মনে রেখেছেন অনেক কৃষক, অন্যসব ভুলে, যাঁদেরকে ঐ সব নাটক দেখতে নিয়ে গেছিলাম) । যাক সেকথা, এ সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁর 'অগ্নিগর্ভ' ও তার প্রকাশনা শম্ভুবাবুর অবস্থানকে যথার্থ বলে প্রমাণ করে কিনা, বলবেন মহাশ্বেতা দেবী, প্রকাশনা জগৎ সম্পর্কে আমার চেয়েও যিনি অনেক বেশি ওয়াকিবহাল ।

শম্ভুবাবু বলেছেন 'যে কোন ব্যবসাতেই Investment দরকার' - অর্থাৎ যেন সব Investment-ই মুনাফামুখী । আমার মনে হয় এই সরল সামান্যকরণটা ঠিক নয় । ব্যবসা কেন যে কোন ক্রিয়াতেই বিনিয়োগ দরকার, মায় বিপ্লব করাতে পর্যন্ত । প্রশ্নটা হচ্ছে কে কোন উদ্দেশ্যে কি বিনিয়োগ করায় কি সাধিত হচ্ছে । ধরা যাক, না হয় মুনাফা শিকারী পেঙ্গুইন প্রকাশক মার্কস-এর পেপার ব্যাক সংস্করণ বের করে বেস্ট সেলারের লাভ পেলেন - কিন্তু আখেরে কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হল ? এই উদ্দেশ্য সাধন দেখেই 'ফাঁসি' দেওয়া হবে কিনা বা কাকে দেওয়া হবে সেটা বিবেচ্য । শম্ভুবাবুর পত্রের এই অংশে কিন্তু তিনি তীব্র আবেগে অসতর্ক হয়ে এমন ইংগিত এনেছেন যেন প্রকাশকের সমপর্যায় ভুক্ত তাঁর পালার যাত্রা মালিক, এবং তিনি 'প্রগতিপন্থী' পালা প্রযোজনা করে মার্কসবাদ তথা বিপ্লবকে প্রচার ক'রে অভিনন্দনযোগ্য হয়েছেন । অবশ্য তিনি সচেতন ভাবেই এটা বিশ্বাস করেন বলেই এর একটু আগেই বলেছেন 'যেখান থেকে যেটুকু ভাল পাওয়া যায় সেটুকুইতো লাভ' । তারপরই আবার প্রগতিশীল বিবেকে খোঁচা খেয়ে আত্মখন্ডন করেছেন, 'অবশ্য বুর্জোয়ারা সমাজতন্ত্রের কথা বললে ভয় পাবারই কথা । যেহেতু দল মালিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক একটি ক্ষুদে জগৎ শেঠ' ... ইত্যাদি । তবে তিনি বলছেন, 'লোকশিক্ষাটা', আর আমি বলব লোকশিক্ষাদানের ভানটা 'মূলধনের অংশবিশেষ' ।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখা, শম্ভুবাবুর শিক্ষকতা, পালাকারের পালা, ক্ষেতমজুরের শ্রম এমনকি মন্ত্রীর মন্ত্রীগিরিও (বামপন্থী মন্ত্রীদেরও) চলতি সমাজব্যবস্থায় মুনাফাশিকারীদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়াচ্ছে । কারণ ওরা শোষক ।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

আর আমরা ? কোনমতে বেঁচে থাকার জন্য কেউ কেউ বাধ্য হচ্ছি ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসত্ব করতে, আর কেউ কেউ আদর্শগত ও শ্রেণীগত তাগিদে খুশিমনে সেবা করছে আমাদের ওপর ডান্ডা ঘুরিয়ে বা মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বা উচ্ছিষ্টের লোভ দেখিয়ে রক্ত মোক্ষণের যন্ত্রটাকে চালু রাখতে, আমাদেরকে দিয়ে । যারা সব বুঝছে কিন্তু নিরুপায় তারা অন্তরে গভীর জ্বালা অনুভব করছে, পথ খুঁজছে মুক্তির । সময় পেলেই ফুঁসে উঠছে, মালিকপক্ষ বেকায়দা না হলে চূর্ণ করছে বিদ্রোহের ইচ্ছা, আর বেকায়দা হ'লে কিছু কিছু দিয়ে বালির বাঁধ দিচ্ছে । এইভাবে যেদিন শেষরক্ষা হবে না, বালির বাঁধ ভেঙ্গে পড়বে, সেদিন আসবে সেই পরম মুক্তির দিন । তাই ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ালেও সেই ব্যালান্স বাড়ানোর ব্যবস্থাকে সে মেনে নিয়ে চুপচাপ আছে, না সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফুঁসছে, তাকে ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে - বিচার করতে হবে এইটাই । কি শিল্পক্ষেত্রে, কি কৃষিক্ষেত্রে, কি শিক্ষাক্ষেত্রে - সর্বত্র তাই গড়ে ওঠে সমিতি সংগঠন, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন কামী অগ্রসর চিন্তাশীলদের নেতৃত্বে ।

শম্ভুবাবু লিখেছেন, যাত্রা মালিক চোরদের ওপর রাগ ক'রে আমি নাকি মাটিতে ভাত খাবার কথা বলছি । আমার লেখার কোথায় তিনি এই পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়েছেন, খুলে লেখেননি । আমি এমন মনোভাব কোথাও প্রকাশ করিনি । আমি যে মারাত্মক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি, সেটা হচ্ছে এই যে, জনগণের (সেই ৭০-৮০ ভাগ নিরক্ষরদের) অবসর বিনোদনের প্রমোদ মাধ্যমগুলিকে (পুস্তক প্রকাশনা তার কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশই নয়) শোষকশ্রেণী assimilate (আত্মীকরণ) করছে, তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে, জনগণকে সবদিক থেকে নিঃস্ব ক'রে সর্বতোভাবে ওদের ওপর নির্ভর করতে । যাত্রা এই মাধ্যমগুলির মধ্যে সর্বাগ্র গণ্য । কেমন ক'রে কিভাবে, এবং ফলে কি ক্ষতি হচ্ছে সবকিছু সেখানে যথেষ্ট বলা হয়েছে এবং তার পাল্টা কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে কিভাবে, সেই গঠনমূলক দিকও বলেছি । সেসব কথা আবার ক'রে তাই বলছি না ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'অগ্নিগর্ভ' জনৈক 'গোঁড়া কংগ্রেসীকে' 'ট্রেন ভ্রমণের একঘেয়েমী কাটাতে' পড়ার সময় 'বাঃ অপূর্ব ! বলে চেঁচিয়ে উঠতে' শুনেছেন শম্ভুবাবু । এই প্রসঙ্গে শম্ভুবাবু এপিসোডের কোন অংশে গুরুত্ব আরোপ করতে চান বুঝলাম না । মানুষ গান গায় বা শোনে, শিল্প সৃষ্টি করে বা প্রত্যক্ষ করে তার জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের একঘেয়েমী থেকে রেহাই পেতে, আনন্দ পেতে ও সেইসাথে নব সৃষ্টিতে উৎসাহ পেতে । শিল্প সাহিত্য

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

তাবৎ কলা বিদ্যাই তো এই Recreative plus creative উদ্দেশ্যে। তবে কি 'অগ্নিগর্ভ' 'গোঁড়া কংগ্রেসী'দের বদলে কট্টর বামদের জন্য সংরক্ষিত কোন বই ? শম্ভুবাবুকে বলতে পারি, এতে, অর্থাৎ 'গোঁড়া কংগ্রেসীকে' পড়তে দেখে রাগ করলে ভুল করবেন। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দল ও তাদের সব গণ-সংগঠন ও সমর্থকদের কার্যকলাপ দেখে বোঝা শক্ত কে কং (ই), কে কং (আ), কে বাম আর কে কি যদি না আপনি তার সাইনবোর্ড দেখেন ! এমন নমনীয় পরিবর্তনশীল মতাদর্শ (একমাত্র বুর্জোয়াদের সেবার জন্য) আর কোথাও খুঁজে পাবেন না। সকালে যে কং (ই), বিকেলে সে সি পি এম অথবা উল্টোটা। এইসব 'গোঁড়া কংগ্রেসী' বা কট্টর বামদের বেশিরভাগ (সেই যে, ৭০/৮০ ভাগ নিরক্ষর - তার চেয়েও অনেক বেশি) 'চলতি হাওয়ার পন্থী' নন-পোলারাইজড অতি মূল্যবান ভোটার। প্রায় শতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সাম্যবাদীদের রজত-জয়ন্তী উত্তীর্ণ বিপ্লবী আন্দোলন আজো এদের শ্রেণীগতভাবে পোলারাইজড করতে পারেনি। তাইতো কমরেড জোতদার প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিহীনের খাসজমির আবাদ করা ফসল লালঝাণ্ডা উঁচিয়ে কেটে আনে মার্কসের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে, আর না হয় প্রগতিশীল সর্বহারা প্রতিক্রিয়াশীল সর্বহারার মাথায় লাঠি মারে সমাজতান্ত্রিক সরকারের কাছে ন্যায্য দরে জিনিস চাইতে যাওয়ার অপরাধে ! তাই আমার মনে হয় শুধু সাধারণ মানুষ নয়, এদেশের রাজনৈতিক লোকজনকেও সাইনবোর্ড দিয়ে বিচার না ক'রে শ্রেণীগত কার্যকলাপ দিয়ে বিচার করাই বোধহয় ভাল।

শম্ভুবাবু তাঁর পত্রের এক জায়গায় বলেছেন, 'প্রগতিশীল রাজনীতির পরে প্রগতিশীল সংস্কৃতি। প্রগতিশীল রাজনীতি যদি ভূমি প্রস্তুত না করে তাহলে শুধুমাত্র প্রগতিশীল সংস্কৃতির আবাদ কি সম্ভব !' এই চিন্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শম্ভুবাবু 'প্রগতিশীল রাজনীতি' ও 'প্রগতিশীল সংস্কৃতি'কে সম্পূর্ণ দুটি পৃথক অস্তিত্বে দেখেছেন। এটা মনে হয় ভ্রান্ত চিন্তা। যেহেতু রাজনীতি হচ্ছে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সমাজ জীবনের সব কিছুর নির্যাসের যোগফল। রাজনৈতিক মতাদর্শে ঐসব নীতি কেমন হবে তা নির্ধারিত হবে এবং যুগপৎ নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করবে সামগ্রিক মতাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য। তাইতো রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন গণফ্রন্ট থাকে (শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, সংস্কৃতি ইত্যাদি) এবং তারা একই সময়ে নিজ নিজ ফ্রন্টে এবং প্রয়োজনে একত্রিতভাবে একটি ফ্রন্টে কাজ করে। শম্ভুবাবু বোধহয় ভাবছেন যে, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের বেচারী শিল্পী,

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সাহিত্যিকরা কি লড়বে - গণফৌজ আগে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করুক, তারপর আমরা সব নিরীহ শিল্পী-সাহিত্যিকরা মেড়ার জোরে যাত্রা মালিক, প্রকাশকদের একহাত দেখে নোব, আর তাদের ডোন্টকেয়ার ক'রে যেসব কথা সময়কালে ভয়ের ঠেলায় চেপে গেছিলাম, সেসব কথা বুক চিতিয়ে গলা ফাটিয়ে বলবো ! না, শম্ভুবাবু, ব্যাপারটা মোটেই এরকম নয় । ঐ যে আপনি বলতে চেয়েছিলেন না যে, পেশাদার মঞ্চ থেকে যাত্রা মালিকদের কাঁধে চড়ে পয়সা রোজগারের ফাঁকে ফাঁকে কৌশলে লোক শিক্ষা দিয়ে দেবেন । তা সেই শিক্ষাটা কেন দেবেন (ধরে নিলাম আপনি সার্থকভাবে দিতে পারবেন) ? বিপ্লব করার জন্য তো ? তাহলে আগে তো আসছে সেই শিক্ষার কথা ! যারা বই পড়ে, বিতর্ক ক'রে, চিন্তার ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে অপারগ, পুরনো সামন্তবাদী ও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি, তুকতাক, তাবিজ কবচ, ভূত-প্রেত মন্ত্রশক্তি, ষষ্ঠী-মনসা-ভাদু যাদের চিন্তা ও চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, সেই ৭০/৮০ ভাগ নিরক্ষর নিরন্ন লোকই তো বিপ্লব করবে, তারাই তো বিপ্লবের মূল শক্তি । তাদের সেই অন্ধ সংস্কৃতির দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করতে না পারলে, কে গ্রহণ করবে বিপ্লবী চিন্তা, আর কেই বা করবে বিপ্লব ? সংস্কৃতি বিপ্লব হচ্ছে সাধারণ মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন (বিপ্লব মানেই তো পরিবর্তন) আনা - সেই পরিবর্তন আনা যা তাকে সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনে, রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটনে উদ্বুদ্ধ করবে । তাই 'যে দেশে ৭০/৮০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর সে দেশের বুকে সংস্কৃতি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা কি অবান্তর হবে না !' - শম্ভুবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে বলবো, সে দেশে সংস্কৃতি বিপ্লবের স্বপ্ন, শুধু দেখা নয়, সর্বাগ্রে সফল করাটাই প্রধান কাজ ।

এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, ভারতবর্ষের বুকে সুদীর্ঘ সাম্যবাদী আন্দোলন চলেছে, অথচ দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্থাৎ পার্টি সবচেয়ে বেশি অবহেলা করেছে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে । এই ফ্রন্টকে ব্যবহার করা হয়েছে, হয় তহবিল সংগ্রহ করার কাজে, নয় পার্টির বা অন্য ফ্রন্টের সভায় জনতা আকর্ষণের জন্য (যেমন সার্কাসে বা মফঃস্বলের সিনেমায় শো আরম্ভের আগে মাইক বাজে) নতুবা অন্য কোন প্রোগ্রামের আদ্যান্তে ও মধ্যে বেতারানুষ্ঠানের ফিলারের মত ম্যাগনিফিশেন্ট সাইকার হিসেবে । তাই সেখানে বহু শক্তিশালী, ত্যাগ স্বীকারে অতুলনীয় শিল্পী (যাঁরা তৎকালে ধর্মতলা স্ট্রীটের গণনাট্য কমিউনে গেছেন, তাঁরা জানেন), যাঁদের নাম আমি প্রথম প্রবন্ধে লিখেছি, আরো যাঁদের নাম লিখিনি, সমবেত হওয়া সত্ত্বেও, পার্টির গাইড লাইন ও পলিটিক্যাল নার্সিং-এর অভাবে সবাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্ম-প্রতিষ্ঠার লাইনের শিকার হলেন ।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

আজ তাঁরা আমাদের সামনে অনুকরণের অযোগ্য উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত হলেও, তাঁদের অতীতের সংগ্রামী ভূমিকাকে অবশ্যই রক্তিম অভিবাদন জানাতে হবে ।

শম্ভুবাবু বিনয়সহ জানিয়েছেন যে তাঁর নাটকে কোন আপত্তিকর বিষয় বা দিক প্রচারিত হয়েছে এমন কিছু ধরিয়ে দিলে তিনি সংশোধন ক'রে নেবেন । আমার প্রথম লেখায় শুধু এই ইঙ্গিত ও বক্তব্য ছিল যে যাত্রা থিয়েটারের তাবৎ প্রগতিশীল নাটক কি বিষয়বস্তু, কি ভাষা, কি স্থান-কাল-পাত্র, কি কর্ম, কি টেকনিক - সবই জনগণের (সেই ৭০/৮০ ভাগের) গ্রহণ ক্ষমতার বাইরে ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতি-শিল্প-সাহিত্য সচেতন ব্যক্তিদের রুচি ও গ্রহণ ক্ষমতার কথা চিন্তা ক'রে রচিত । বলেছিলাম, এই ধরনের প্রচেষ্টা শেষপর্যন্ত বুর্জোয়াদের হাতকেই শক্ত করে । কোন বিশেষ নাটক বা নাট্যকার সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা সেখানে ছিল না, কেবলমাত্র 'মাও সে তুং' পালা সম্পর্কে কিছু তির্যক কথা ছিল । শম্ভুবাবু যখন চেয়েছেন, তখন আমার দেখা 'ক্রীতদাস' পালা সম্পর্কেই কিছু বলব । সে আলোচনায় যাবার আগে কিছু প্রাসঙ্গিক মুখবন্ধ সেরে নিতে হবে ।

প্রগতিশীল পালা বলতে পেশাদার যাত্রামঞ্চে যেসব পালা চলেছে ও চলছে সেগুলো, আমার যতদূর মনে পড়েছে, সবই অতীত চারণা । ফেরারী ফৌজ, ঝড়, নীলরক্ত, সন্ন্যাসীর তরবারী, রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা ইত্যাদি ভারতীয় পটভূমির এবং কার্ল মার্কস, লেনিন, স্তালিন, মাও সেতুং, হো-চি-মিন, আট ঘন্টার লড়াই, ক্রীতদাস, কিউবা সংক্রান্ত একটি (নাম মনে আসছে না) ইত্যাদি বিদেশি পটভূমিতে লেখা । এদের মধ্যে আবার নীলরক্ত, সন্ন্যাসীর তরবারী, রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা ইত্যাদি দু'তিনটি গ্রাম ও কৃষক জীবনকে ধরেছে । আগেই বলেছি সবই অতীত চারণা । নাটকে, আমি প্রগতিশীল নাটকের কথাই বলছি, অতীত চারণ করা হয় তখন, যখন দেশের শাসক শক্তি বর্তমানকে বলতে দিতে দেয় না । সেক্ষেত্রে অতীতের মধ্যে কৌশলে বর্তমানের আবেগ সঞ্চার করা হয়। ইংরেজ আমলে এমনই নাটক ছিল মেবার পতন, গৈরিক পতাকা, সিরাজদ্দৌলা ইত্যাদি । আবার বর্তমানকে নিয়ে লেখার সুযোগ থাকলেও নাট্যকার অপ্রীতিকর বিতর্ক, হাঙ্গামা ইত্যাদি এড়াবার জন্য অতীতের নিরাপদ আশ্রয় বা বিদেশের নিরুপদ্রব প্রবাস খোঁজেন । এতে ত্রিবিধ লাভ - নাট্যকার বাঁচলেন, বাঁচলেন প্রযোজক এবং প্রগতিও হ'ল । আবার তাতে যদি ইচ্ছানিচ্ছায় সুকৌশলে ফাঁকতালে শাসকশ্রেণীর ইচ্ছা পূরণ করা যায় তবে তো একেবারেই চতুর্বর্গ

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ফললাভ !

'ক্রীতদাস' ও 'মাও সেতুং' এই শেষোক্ত ধরনের অতীতাশ্রয়ী পালা। 'ক্রীতদাস' পালাতে রোমক সভ্যতা তথা গণতন্ত্রের চিত্রণকালে শম্ভুবাবু যথেষ্ট সফল হয়েছেন এদেশের বর্তমান গণতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতাকে ধরতে। কিন্তু দাস বিদ্রোহের সন্তান হিসেবে আদিম হিংস্র মানবিকতার শরিক, নায়ক স্পার্টাকাসের আগমন তো চিত্রিত হয়নি। অথচ হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকাস তো তাই। সে উপন্যাসে সমস্ত ক্রীতদাস শেষকালে এক একজন স্পার্টাকাস। শম্ভুবাবুর স্পার্টাকাস এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব - সমষ্টিকে ছাড়িয়ে উর্ধে উত্থিত এক অবতার সদৃশ অননুকরণীয় প্রস্তর মূর্তি - চিরকালের তাবৎ ক্রীতদাসদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বিদ্রোহের ব্যর্থতা দর্শক মনে করুণ হতাশা সৃষ্টি করে যা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নেই। শেষ দৃশ্যে ক্রুশবিদ্ধ স্পার্টাকাসের মুখে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' - (ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ! নায়ক হতে ?) জাতীয় বক্তৃতা তাকে শাসকশ্রেণীর কাঙ্খিত খ্রীষ্টত্ব বা অবতারত্ব দিয়েছে। ফলে, অন্তঃসারশূন্য শোষকশ্রেণীর স্বার্থ সিদ্ধিকারী 'গণতন্ত্রের' বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান অতীতেও ব্যর্থ হয়েছে (যে সময় এ পালা মঞ্চস্থ হচ্ছে তখন এদেশের অভ্যুত্থানও পৈশাচিক অত্যাচারে পিষ্ট) - এমন একটা ধারণা দর্শক মনে বাসা বাঁধবে ঐ পালা দেখে। শম্ভুবাবুর 'ক্রীতদাস' অতএব, ব্যর্থতার কারণ থেকে মুক্ত হবার পথ না দেখিয়ে তার অবশ্যম্ভাবিতাকেই দেখায়, আর 'তুলে' ধরে বিদ্রোহের জন্য এক মহামানবের প্রয়োজনীয়তার কথা। বিপ্লব উৎসুক জনগণের গণ উদ্যোগের ভেতর থেকেই নেতৃত্ব জন্ম নেয়, যেহেতু বিপ্লবটা একটা সমষ্টিগত যৌথ কর্মকান্ড। জনগণের এই ভূমিকা 'ক্রীতদাস' পালায় অবহেলিত।

যাত্রা মালিক এই নেতিবাচক ইম্প্রেশন সৃষ্টির সুযোগকে ব্যবহার করতে কসুর করেননি। আর মালিক, সে যুগের, সবিশেষ দাস নারীদের, পোষাকের স্বল্পতার সুযোগে যতটা সম্ভব জীবন্ত নারীদেহের অংশ প্রগতি ও শিল্পের নামে মঞ্চে দেখানো যায়, দেখিয়ে সেই ৭০/৮০ ভাগ নিরক্ষর দর্শককে আচ্ছা 'লোকশিক্ষা' দিয়েছেন।

'ক্রীতদাস'-এর মত নয় 'মাও সেতুং' পালা। সেখানে ইতিহাসের বিকৃতি দেখানোর সুযোগ কম, যেহেতু সেটা দর্শকদের অনেকেরই জানা। কিন্তু সেখানে মাও সেতুং তথা চীন বিপ্লবের ইতিহাস খন্ডিত আকারে দেখানো। চীন বিপ্লবের যে অধ্যায় পর্যন্ত নেহেরু তথা ভারতীয় কংগ্রেস দলের সহানুভূতি ছিল সে সময়, সেই নির্বাচিত 'নির্দোষ' খন্ডাংশটুকুই দেখানো হয়েছে। মাও সেতুং

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

-এর জীবনের যে অংশের সংগ্রাম ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সে সময় এদেশের যুবমানসকে আত্মদানের নেশায় উত্তাল উদ্বেল ক'রে তুলেছিল, সেই অংশটা মাও সেতুং পালায় অনুপস্থিত।

এই কারণেই যাত্রামালিক 'ক্ষুদে জগৎশেঠ' (শম্ভুবাবুর সাথে একমত - তবে পুঁজিতে ক্ষুদে হ'লেও শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার তাগিদে পরিপূর্ণ জগৎশেঠ) মাও সেতুং-এর পেছনে ব্যবসায়িক বিনিয়োগে উৎসাহ পেয়েছেন, আর, পুলিশ (সেই সত্তরের দশকের মুক্তাঙ্গন বধ্যভূমির রক্তপিপাসু ঘাতক) এক দেয়ালে মাও সেতুংকে আলকাতরায় ঢেকে অন্য দেওয়ালে মাও সেতুং পালার বুকিং কাউন্টারে সেই আলকাতরা মাখা কালো হাতে ভীড় নিয়ন্ত্রণ করছে। কারণ জীবন্ত মাও বেআইনী, দেশের শত্রু হলেও - যাত্রার মাও 'নির্দোষ' ও 'আইনসম্মত'।

'মাও সেতুং' পালা নির্বিবাদে শাসক শ্রেণীর আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে চলার কারণ এইটাই। শম্ভুবাবু যে কারণ দেখিয়েছেন, দুঃখিত, আমি সেই কষ্টকল্পিত হাস্যকর ব্যাখ্যার সাথে একমত নই। 'কল্লোল' চলছে, চলবে'-র পেছনে শাসক শ্রেণীর বা দলের কোন প্রশ্রয় (যা 'মাও সেতুং'-এ ছিল) ছিল না। ছিল, শম্ভুবাবুর সঠিক বক্তব্য, 'যুব শক্তির সাহস' ও 'সুস্থ চেতনা সম্পন্ন দর্শকদের চাপ'। 'মাও সেতুং' পালা চলা কালে সেই সাহস ও চাপ প্রদর্শনের সুযোগ ছিল (?) - শম্ভুবাবু কি বলছেন, নিশ্চয়ই আর একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখবেন, মনে রাখবেন সেটা ঘোর ইমার্জেন্সীর সময়, দনুজদলনীর শক্তি নিয়ে চলছে মনুজদলনীর তান্ডব। প্রায় সমসাময়িক কালে ঐ নাট্যকারের অপর বর্তমানাশ্রয়ী নাটক 'দুঃস্বপ্নের নগরী'-র প্রদর্শন বন্ধ করা হয়েছিল জানি। যদিও শম্ভুবাবু কথিত যুবশক্তি ও সুস্থচেতনার দর্শক তখনও ছিল। কাজেই ব্যাপারটা আদৌ তেমন নয়।

'মাও সেতুং' জীবনের এই খন্ড অসম্পূর্ণ চিত্র সেই ৭০/৮০ ভাগ নিরক্ষর দর্শককে কোন্ লোকশিক্ষা দেবে ?

লোক শিক্ষার কথাই যদি শম্ভুবাবু বলেন, তবে বলি, তিনি তো শিক্ষক, নিশ্চয়ই বুঝবেন, সেটা Known থেকে unknown-এ, Concrete থেকে abstract-এর পথে যাবে - এটাই তো শিক্ষা -মনোবিজ্ঞানসম্মত পথ। যে ৭০/৮০ ভাগ নিরক্ষর নিরন্ন মানুষ রুশ-চীন-ভিয়েৎনাম তো দূরের কথা নিজেদের এলাকার অতীতকেও ভাল ক'রে জানেনা, তাদের জীবনের বর্ণপরিচয়ের জন্য 'ক'-এ কার্ল মার্কস দিয়ে আরম্ভ করার মধ্যে যথেষ্ট

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

প্রগতিশীলতা বা বিপ্লবীয়ানা থাকলেও, শিক্ষার্থীকে লোকশিক্ষা তথা বিপ্লবী শিক্ষা থেকে তা দূরেই সরিয়ে নিয়ে যাবে । একথাটাই আমার লেখায় আমি বলতে চেয়েছি এবং এই পত্রেও বারবার সেই কথাটাই গুরুত্ব দিয়ে বলছি ।

আবার যদি ধরে নিই যে, 'ক্রীতদাস' থেকে 'মাও সেতুং' পর্যন্ত তাবৎ পালায় সব কিছু আমাদের পছন্দসই হ'ল এবং 'সুস্থ চেতনা সম্পন্ন মানুষের চাপে' যাত্রামালিক ও সরকার তা আসরস্থও করতে দিলেন, তাতেও কিন্তু আমার আগের অনুচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বক্তব্যের বিশেষ হেরফের হবে না - ঐ একই যুক্তিতে । এ সব প্রচেষ্টাই হবে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সৎ কিন্তু ব্যর্থ প্রচেষ্টা ! কারণ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তার শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে পাতি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবের তত্ত্বকে প্রচার করলেও বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি সর্বহারাশ্রেণী । কিছু শ্রেণীচ্যুত সৎ বুদ্ধিজীবী বিপ্লব চলা কালে থাকলেও মধ্যবিত্ত সাধারণ তথা শ্রেণীগত ভাবে বিপ্লবের আদিতে ও অন্তে থাকবে - মধ্যভাগে নয় । এই শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবেই শম্ভুবাবু আগে রক্তক্ষয়ী রাষ্ট্রবিপ্লবের পর নিরাপদ পরিবেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব করার কথা ভেবেছেন । হয়তো কেন, নিশ্চয়ই আরো অনেকেই ভাবছেন ।

অবতারবাদের চিন্তাও এদেশের পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের কেন, আত্মপ্রত্যয়হীন অসহায় সাধারণ মানুষেরও অতি প্রিয় আত্মপ্রবঞ্চনার দর্শন । এ দর্শনের লালন-পালনে বুদ্ধিজীবীদের রয়েছে সিংহভাগ । আশুতোষ মুখার্জীর সাহেবের কোট ফেলে দেওয়া, বিদ্যাসাগরের দামোদর পার হওয়া, জর্জ ওয়াশিংটনের গাছ কাটা, বিবেকানন্দের সাপে ভয়শূন্যতা - ইত্যাদি শিশুপাঠ্য বইয়ের ছেঁদো গল্পের ধারা বেয়ে গীতার পরিণত দর্শনে অবতারবাদ আমাদের অতিপ্রিয় আত্মপ্রবঞ্চনার দর্শন হিসেবে পলায়নী মনোভাবকে রক্ষা করে । তাই বিষ্ণুর অবতার হিসেবে ক্যালেন্ডারের ছবিতে অনেককাল আগেই আমরা গান্ধীকে মেনে নিয়েছি একাদশ অবতার হিসেবে । এরপর আন্তর্জাতিকতা আনতে মাউন্টব্যাটেন, ট্রুম্যান, কেনেডি ইত্যাদিকে আনলে ওপরে কেমন কেমন ঠেকলেও মনে মনে হয়তো সাহেব অবতার ভালই লাগবে ! আর একবার যদি লেনিন-স্তালিন-মাওকে অবতার বানানো যায়, তবে বৎস, আমাদের দায়িত্ব খালাস ! দরকার নেই গণ উদ্যোগ, সম্ভবামি যুগে যুগে'র আশা বুকে নিয়ে তাঁদের প্রস্তর মূর্তির পাদদেশে সমবেত ভক্তিগদগদ কণ্ঠে 'জাগো জাগো সর্বহারা'কে রামধুন সুরে গাইলেই চলবে ! আর এই সুযোগে বিপ্লবের লাল রং-এর সাথে একটু শান্তির সাদা রং মিশেল দিয়ে সংশোধিত গোলাপী বিপ্লবীরা

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

‘এই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বেশি কিছু করা সম্ভব নয়’ এই কৈফিয়ৎ দিয়ে নির্লজ্জ শিখন্ডীর মত স্ট্যাটুটারি ডিউটির নামে বিধান রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান ক’রে ব্যারাকপুরের গান্ধী ঘাটে বসে চরকার চাকা ঘুরোবেন ! আমরা জনসাধারণ অপেক্ষা করব, পলিটিক্যাল অসমোসিস প্রক্রিয়ায় সাম্যবাদ ও গান্ধীবাদ মিলেমিশে এক সমসত্ব (homogeneous) নীতিতে পরিণত হলেই আসবেন কালান্তরের অবতার মোক্ষের অবতার অমৃত নিয়ে !

শম্ভুবাবু বলেছেন ‘রাত্রি ও রমনী’ বা ‘বারবধূ’ জাতীয় পালার পাশে ‘...রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা ও রমেন লাহিড়ীর হো-চি-মিন পালা যাত্রায় আসায় ক্ষতিটা কি হয়েছে । ...যেখান থেকে যেটুকু ভাল পাওয়া যায় সেটুকুই তো লাভ ।’ এবং পত্রের শেষদিকে বলেছেন, ‘লাভ ও সান্ত্বনা এইটুকু যে, তবু তো পালা কাহিনীর (Content) কিছু প্রচার তো হবে, তা সে যাদের দ্বারাতেই হোক ।’ লাভটা যে জনগণের হচ্ছে না এবং কেন হচ্ছে না তা আগেই বলেছি। আর এতে ‘রাত্রি ও রমনী’ বা ‘বারবধূ’ জাতীয় পালা প্রযোজকদেরও প্রভাবিত করা যাচ্ছে না, (শম্ভুবাবুও তো সখেদে বলেছেন ‘কারণ আমার নাটক অন্য কোন পেশাদার দল করে না’) তা ঐ জাতীয় পালার ক্রমবর্ধমান ভীড় থেকেই প্রমাণিত । এসব প্রগতিশীল পালা আমার পূর্বকথিত সেই পলিটিক্যাল অসমোসিস্ প্রক্রিয়ায় কাদের লাভ ঘটাচ্ছে তা ‘দেশ’ (২৩, আগস্ট ১৯৮০) পত্রিকায় প্রকাশিত স্বনামধন্য অতুল্য ঘোষ মশাইয়ের ‘কষ্টকল্পিত’ (সার্থক শীর্ষনাম !) শীর্ষক নিবন্ধ পাঠেই ধরা পড়বে । বিদেশি ভাবনা বিধায় কমিউনিজমকে বর্জন করা এদেশবাসীর কর্তব্য - এই ধরণের বক্তব্যের জন্য কেন্দ্রীয় টেলিফোন মন্ত্রী ‘শ্রীমান স্টিফেন’কে বেশ গার্জেনী ভঙ্গীতে বকে দিয়ে অতুল্যবাবু ঐ নিবন্ধে বলছেন যে, ‘শ্রীমান স্টিফেনের’ কং (ই) দলে নাকি ‘এমন অনেকে আছেন যাঁরা কমিউনিজমে বিশ্বাসী’ এবং কং (ই)-র ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে নাকি ‘অনেক জিনিস পাওয়া যাবে যা হয়তো কমিউনিজমের ভাবধারায় প্রভাবিত’ । আজ ‘বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী’র ভূমিকায় নিরীহভাবে নির্মম শোষণের গায়ে কমিউনিজমের শর্করাচ্ছাদন দিচ্ছেন যিনি শোষণকে সহনীয় করার জন্য, (ইন্দিরা তো সংবিধানেই সমাজতন্ত্র ঢুকিয়েছিলেন বহু আগে) তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় ও শ্রেণীগত কার্যকলাপ কাদের পক্ষে তা তো কারো অজানা নয় - তাই অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন । ‘যেখান থেকে যেটুকু ভাল পাওয়া যায়’ তত্ত্ব বিশ্বাসে ইন্দিরার কাছ থেকে সমাজতন্ত্র, অতুল্যবাবুর কাছ থেকে কমিউনিজমের পক্ষে যুক্তি ইত্যাদিকেও তো ভাল মনেই মেনে নিতে হবে শেষ

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

পর্যন্ত। একই আসরে আজ 'সতী বেহুলা', কাল 'রাত্রি ও রমণী' এবং পরশু 'কার্ল মার্কস' বা কোন একটি প্রগতিশীল পালা (একই বিজ্ঞাপনে নামগুলি পরপর সাজানো) - এর পর দেখুন, কারো ড্রইংরুমে বুক শেলফের একই তাকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পর পর সাজানো আগাথা ক্রিস্টি, বাৎসায়ন, কার্ল মার্কস রচনাবলী এবং মহাভারত - বুক শেলফের ওপর রবীন্দ্রনাথের মাটির মূর্তি আর দেওয়ালের একটায় গৃহকর্তার নবপরণীতা বধূসহ রঙ্গীন এনলার্জড ফোটো, আর একটায় অরবিন্দ, তৃতীয়ে লেনিন ও চতুর্থে প্রিয়দর্শিনী দেশনেত্রী (প্রভুইচ্ছায় কমিউনিজম এখন স্ট্যাটাস সিম্বলের অঙ্গ) ! বলুন তো শম্ভুবাবু, কেমন লাগছে? এ দৃশ্য কি শুধুই কল্পনাশ্রয়ী ?

এর পর শম্ভুবাবু, আমাদের বেকারত্বে উদ্বিগ্ন কেরানী পিতা ও আমাদের সন্দেহজনক চলাফেরায় শঙ্কিত ধর্মপ্রাণা স্নেহময়ী মায়ের মত নিজস্ব সমস্যাকন্টকিত সংসার কেন্দ্রিক সরল নিরীহ বৈষয়িক বুদ্ধিজাত চিন্তা থেকে যে সব উপদেশ দেন, সেই রকমের কিছু প্রশ্ন রেখেছেন। আমার বক্তব্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে প্রথম প্রশ্ন, " 'পাতি বুর্জোয়া ঘর থেকে' (দিলীপ) যখন এসেছি তখন পেটে খিল এঁটে কতক্ষণ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখবো ?" দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'এমনিভাবে কি দিলীপবাবু ও মহাশ্বেতা দেবী শুধু লিখেই ক্ষান্ত হবেন, ... যদি তা পেট ভরাবার কোন হদিস না দেয়।'

শম্ভুবাবু কথিত উদরের সমস্যা কি শুধু পাতি বুর্জোয়াদেরই একমাত্র সমস্যা ? তা তো নয় ! উদরের সমস্যা একজন ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের কাছে উপস্থিত হয় একবেলায় পেটভরে দুটি খাওয়ার সমস্যা হিসেবে, অন্য কারো কাছে দুবেলা, আবার কারো কাছে ফ্রিজ, টিভি, সন্তানের পাবলিক স্কুলে শিক্ষাদান, পূজার বন্ধে সপরিবারে কাশ্মীর ভ্রমণের সমস্যা হিসেবে। শম্ভুবাবুর সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় নেই - না থাক, তাতে আপাতত এ বিষয়ে আলোচনায় অসুবিধে হবে না যেহেতু এটা অনেক ছাপোষা সৎলোকেরও প্রশ্ন। তবে কিনা পত্র পাঠে জানা যাচ্ছে তিনি একজন শিক্ষক হিসেবে নির্দিষ্ট পেশায় যুক্ত, অতএব দুবেলা নুন ভাত ছাড়া জীবনযাত্রার বাড়তি চাহিদা মেটাবার জন্য তাঁকে বাড়তি পেশা হিসেবে পালা রচনাকে বেছে নিতে হয়েছে। বাড়তি পেশা না থাকলেও তাঁর অবস্থা ঠিক 'পেটে খিল এঁটে' থাকার মত হত না। ধরে নেওয়া যেতে পারে, প্রতিবেশী আর পাঁচজন ভদ্রলোকের সম স্ট্যাটাসে আসার জন্যই তাঁকে, তাঁর ভাষাতেই বলি, black mailed হতে দিতে হয়েছে নিজেকে কিছুটা অসহায়ভাবেই। তাঁর এই সহজ সরল সত্য কথাটি আপাতদৃষ্টিতে খুবই নির্দোষ

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ও সহানুভূতি আকর্ষক মনে হবে অনেকের কাছেই । এর পাশাপাশি রাখছি আর একটি বক্তব্য -- সত্তরের দশকে বিপ্লবী বন্দীদের ওপর ইন্টারোগেশন নামক অকল্পনীয় দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতো যে সব পুলিশ অফিসার, তাদের বেশির ভাগের মুখে শুনেছি, ''জানেন মশাই, কলেজ লাইফে এস এফ করতাম, তারপর মাস্টারীও পেয়েছিলাম । কিন্তু বোঝেনই তো, ঐ সামান্য আয়ে বিরাট সংসার নিয়ে ভদ্রভাবে বাঁচা যায় না । তাই পেটের দায়ে এই লাইনে আসতে বাধ্য হলাম । ওপরওয়ালা, মন্ত্রী, এম এল এ-দের মর্জি মাফিক চলতে বাধ্য হই । নইলে মাগ-ছেলে নিয়ে শুকিয়ে মরতে হবে ।'' এটা আমার মত তৎকালের আরো বন্দীর অভিজ্ঞতা । পেটের দায়ের এই বিপজ্জনক যুক্তি টাটা বিড়লাও দিতে পারে এবং তাবৎ কুকর্ম এই যুক্তির আড়ালে আশ্রয় নিতে পারে । শম্ভুবাবু মরমী নাট্যকার । তিনি মার্কস, লেনিন, তেলেঙ্গানার লড়াকু কৃষকদের জীবনকে পালারূপ দিয়েছেন । তাতে কি দেখেছেন বা দেখিয়েছেন ? ভরা পেট ছাড়া বিপ্লব করা যায় না । শুধু ভরা পেট যাঁদের তাঁরাই বিপ্লব করেন ও করবেন ? আমরা অবশ্য অন্যরকম জানি । জানি যে সর্বহারা ভাতের কাঙ্গালরাই বিপ্লব করে, আর অন্নাভাবের বেদনা থেকে মুক্তি পেতে প্রচুর রক্তক্ষয় ও বেদনা সইতে হয় - এই বেদনাকে লেনিন মায়ের সন্তান প্রসবের পবিত্র মধুর বেদনার সাথে তুলনা ক'রে বিপ্লবকে ধাত্রীর সাথে তুলনা করেছেন (শম্ভুবাবুর 'লেনিন' কি এসব বলেননি?)। পেটে খিল আঁটা তো অনেক সহজ কাজ আত্ম বিসর্জনের তুলনায় । যাঁরা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন তাঁরা সব দুঃখ কষ্টকে মেনে নিতে (দুঃখ কষ্টকে জয় করার বৃহত্তর কাজে) প্রস্তুত থাকেন - থাকতেই হবে ।

পেট ভরাবার হদিস তো জানি মার্কস-লেনিনই দিয়ে গেছেন । শম্ভুবাবু নিশ্চয়ই সে হদিস তাঁদের জীবননাট্য রচনাকালে জেনে নিয়েছেন । আমাকে চাইলে, আমি যেহেতু তাঁদের আদর্শে প্রভাবিত, আমিও সেই হদিসই দেবো - অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বহারার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, রাষ্ট্রক্ষমতাকে ছিনিয়ে নিয়ে বলপ্রয়োগের ভেতর দিয়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে উল্টে দিয়ে জনগণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ আনুন - তারপর আপনি আপনার সাধ্যমত সমাজকে সেবা করবেন আর সমাজ আপনার সব প্রয়োজন, পেট ভরাবার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে । শম্ভুবাবু কি এসব বিশ্বাস করেন না ? এসব কি শুধু স্বপ্ন? নাকি, লেনিনের রুশে নয় আর দুয়ে এগারো হলেও, আমাদের দেশে দশ অথবা বারো হয় ব'লে তাঁর অভিজ্ঞতা ? তাহ'লে বলার কিছু নেই । রাস্তা দুটো - বিপ্লবের পক্ষে, আর বিপ্লবের বিরুদ্ধে - এর মাঝামাঝি কোন অবস্থান নেই ।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

শম্ভুবাবু ঠিক করুন আপনি, কোনদিকে যেতে চান । তাহলেই পেটের কোন না কোন হদিস পাবেন - যা পেয়েছেন তার চেয়েও ভাল কিছু । বিপ্লবের পক্ষে হ'লে সে ভাল কিছু ভবিষ্যতে । আর বিরুদ্ধে হ'লে এখুনি সেটা, তবে ভবিষ্যৎ বড়ই করুণ ও মর্মান্তিক । ভবিষ্যৎটা কবে আসবে তা নির্ভর করছে আমার, আপনার, মহাশ্বেতা দেবীর এবং আরো অনেকের বিপ্লব ঘটাবার তাগিদের ওপর, ঐকান্তিকতার ওপর । এজন্য আজকে যা হারাবেন তা হচ্ছে বিপ্লবোত্তর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রিমিয়াম, যা আপনি না পেলেও আপনার উত্তরাধিকারীরা সুদে আসলে পেয়ে যাবে ।

এসব কথা যদি বিশ্বাস না করেন, তবে বলতে বাধ্য হবো যে, শম্ভুবাবু ভাবের ঘরে চুরি করছেন । বলবো, আপনি তেলেঙ্গানার বিপ্লবীদের তুলে ধরলেও তাঁদের বিপ্লবী বিশ্বাসে আস্থা রাখেন না, মার্কস বা লেনিনকে নিয়ে প্রগতিশীল পালা সংগ্রামী সেজে পেট ভরাবার তাগিদে বিক্রী করেন, কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদে আপনি বিশ্বাসী নন । অথবা আপনি চান অন্যেরা বিপ্লব করুক, আপনি প্রগতিপন্থীর ভেক ধরে তার ফসল কুড়াবেন । অর্থাৎ ক্ষুদিরাম নমস্য হলেও অন্যের ছেলে ক্ষুদিরাম হোক, আমি তার নামে সভা করব বা চাঁদা দেবো, পালা লিখে দর্শকদের বাহবা নেবো, আর আমার ছেলে গুড্ বয়ের মত চাকরী করে আমাকে বুড়ো বয়সে দেখবে । এই ধরনের আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনাও আমাদের দেশের বর্তমান দুর্দশার মূলে ।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, লেখা, আমার মুখ্য বা গৌণ কোন পেশাই নয় । সুদুর ওড়িশা সীমান্তে প্রকৃতির কাব্য ভরা এক কঠিন দুর্গম গদ্যময় বাস্তব পরিবেশে আমিও শম্ভুবাবুর মতই পেশায় শিক্ষক । বাস্তু ভিটা পর্যন্ত নেই । সর্বহারাদের চেয়ে অনেক ভাল আছি যেহেতু দুবেলা পেট ভরে নুন ভাত জোটে দাসত্বের বিনিময়ে, বৃত্তির গ্লানিকর পথে । এই দাসত্বের আর গ্লানির সীমাবদ্ধতায় থেকেও তাই বৃত্তির অবসরে সাধ্যমত চেষ্টা করি মুক্তির স্বপ্ন দেখতে ও পাঁচজনকে দেখাতে । অনীকের কাছে যাই অর্থের আশায় নয়, চিন্তার শরিকদের খুঁজতে, আর তাদের কথা জানতে, যারা আমাদের মত সীমাবদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের মুক্তি দেবে । 'অনীক' মুনাফা পায় কিনা বা কেমন করে বিজ্ঞাপন পায় সেকথা বলার দায় 'অনীক' সম্পাদকের । আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, সংগ্রাম ক'রে অর্থনৈতিক চাহিদা (বোনাস, ডি এ বা বিজ্ঞাপন) আদায়টা মার্কসবাদী দৃষ্টিতে অন্যায় কিছু নয়, তবে বড় কথা রাজনৈতিক সংগ্রাম আর 'অনীক' নিশ্চয়ই তার এক যোগ্য সৈনিক, তার নামের সদর্থেই ।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

বলেছিই তো লাখালেখি, সবিশেষ, গুছিয়ে তত্ত্বকথা লেখার মত যথেষ্ট পড়াশুনো বা লেখার অভ্যাস, আমার অভ্যস্ত কাজ নয় । সংস্কৃতি আন্দোলনের একেবারে পেছনের বেঞ্চের ছাত্র হিসেবে সুদীর্ঘকালের যে অভিজ্ঞতা জমেছে তারই আলোতে, বলতে পারেন, আমার আত্ম সমালোচনা তথা আত্মবাবচ্ছেদই ঐ লেখা । আমার শ্রেণীর যাবতীয় দোষগুণকেও তার উৎস এবং দোষের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিকারের দিক নিয়েও আলোচনা করেছি । ঐ লেখা চার্চের কাছে সাপ্তাহিক পাপ স্বীকারের মত কোন আনুষ্ঠানিক লোক দেখানো লেখা নয় বলেই আমার বিশ্বাস, কারণ আমি ঐ বিশ্বাস মত কাজ করার চেষ্টা করি, বলেইছি, সীমাবদ্ধতাকে আপাতত মেনে নিয়েই । । আমার ঐ লেখা শম্ভুবাবুকে চিন্তিত করেছে - এটা একটা বিরাট লাভ আমার ।

শম্ভুবাবুর পত্রের জবাবে অনেক কঠোর মন্তব্য, বিদ্রুপ ও পরিহাস, আবার যাকে বলে - জ্ঞান দেওয়া, হয়তো তা সবই আছে । শম্ভুবাবুকে অনুরোধ, তিনি সেগুলো যেন নিজের গায়ে পেতে না নেন ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে । শম্ভুবাবুর পত্রের প্রশ্নের সরল সহজ অ্যাপ্রোচ ও তাঁর নিজের সুবিধাবাদী বৈষয়িক চিন্তার সাথে সচেতন মার্কস-জীবনীকারের চিন্তার দ্বন্দ্ব আমাকে যথেষ্ট চিন্তিত করেছে । তাঁর অধিকাংশ প্রশ্নের জবাবই তিনি নিজেই দিয়েছেন । তবু আমার উত্তরের দীর্ঘাবয়ব ও কঠোরতা সেই সব জ্ঞান পাপীর উদ্দেশ্যে যারা শম্ভুবাবুর ঐ সব আত্ম জিজ্ঞাসাকে কুযুক্তি হিসেবে নিজেদের অপকর্মের সাফাই হিসেবে ব্যবহার করে বা করতে পারে ।

শম্ভুবাবুর অসহায় স্বীকারোক্তি আমাকে সত্যিই ব্যথিত ও বিচলিত করে, সবিশেষ যখন তিনি বলেন, 'আমারও অবস্থা তাই !... তাই যে করে সে যে হাততোলা কিছু দিয়ে সম্পূর্ণরূপেই আমাকে ব্ল্যাক মেল করে, তা আমিও জানি । তবু উপায় কি ?' শম্ভুবাবুর প্রতি তাই সহযোদ্ধার সহানুভূতি থাকলেও বলবো যে, Black mailed হয়ে স্বাধীনভাবে সত্য কথা বলা যায় না । শম্ভুবাবুও পারেন না । আর বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর ছাপোষা বৈষয়িক মানুষের সুবিধাবাদী চিন্তা (যা তাঁর পত্রে প্রকাশ পেয়েছে) তাঁর পালায় জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ছাপ ফেলতে বাধ্য । এই সুবিধাবাদ আমাদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য । কেউ কাটাতে চেষ্টা করে, পারে, অনেকে পারে না, আবার বেশির ভাগ চেষ্টাও করে না এবং সুবিধাবাদী বলে স্বীকারও করে না । শম্ভুবাবু অসৎ নন, কষ্ট হলেও সুবিধাবাদী বলে মেনে নিয়েছেন নিজেকে । আশা করবো নিশ্চয়ই তিনি তাঁর সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধেও লড়াই করবেন ।

সৌজন্যে www.milansagar.com

"এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত

শম্ভুবাবুর পত্র পড়ে মনে হচ্ছে তিনিও পেশাদারী যাত্রা শিল্পের পাল্টা সংগঠন গড়তে আগ্রহী । আমিও তো পাল্টা জনগণের এস্টাব্লিশমেন্ট গড়ার প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি । কাজেই শম্ভুবাবুও যে আমার চিন্তার শরিক তা 'অনীক' মারফৎই জানা গেল । তাই শম্ভুবাবুকে জানাই যে, তাঁর মত পালাকারের জন্য সহানুভূতি ও ভালবাসার অভাব নেই আমার - অভাব নেই গঠনমূলক প্রস্তাবেরও । তাঁদের প্রতি এখনো আশা আছে, জগৎশেঠদের আশ্রয় ছেড়ে জনগণের আশ্রয়ে আসবেন, বাস্তব বর্তমান অবস্থাকে বিশ্লেষণ ক'রে তা থেকে উত্তরণের ইংগিতবাহী প্রকৃত লোকশিক্ষামূলক পালা নিয়ে 'মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে' ভাষণ ও বুকে বিপ্লবের স্পন্দন জাগাতে, জনগণের পাল্টা এস্টাব্লিশমেন্ট জনগণের কায়দায় গড়বার উদ্যম-উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে প্রস্তুতিপর্বের অনীক হিসেবে । বিপ্লবের স্বার্থে সর্বক্ষণের কর্মীদের দুটো নুনভাতের ব্যবস্থা অতীতেও জনগণ করেছে, আজও করছে, পরেও করবে । অবশ্যই এখুনি শম্ভুবাবুকে সব (অর্থাৎ শিক্ষকতা পর্যন্ত) ছেড়েছুড়ে আসতে বলছি না । তিনি তাঁর অল্প খরচের পালা নামাতে অক্ষম হলেও, আমরা তাঁর পালা করবো, আরো বেশকটি গণ সাংস্কৃতিক সংস্থা আছে করার মত । তাঁর অভাব তীব্র হ'লে তাঁকে সাধ্যমত (জনগণের সাধ্যের কথাই বলছি) কিঞ্চিতে বঞ্চিত হতে হবে না । চাকুরীচ্যুত হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মত নিজের অসহায় অবস্থার কথা নিজ মুখে আপনাকে জানাতে হবে না, কারণ আপনার সাথীরা আপনার দুঃখকে-অভাবকে বুঝবেন । এসবই আমার অভিজ্ঞতার কথা, মিথ্যা স্তোকবাক্য নয় । কথা দিচ্ছি, আমার মত অনেক বিশ্বস্ত দরদী অখ্যাত অজ্ঞাত সাথীদের পাবেন । আসুন না একবার, দেখাই যাক না সবাই মিলে চেষ্টা ক'রে, না হয় পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তিতে পেট নাই ভরলো - এটা কি খুবই অন্যায় আশা ?

[অনীক (ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১) পত্রিকার সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

প্রাসঙ্গিক বক্তব্য / মহাশ্বেতা দেবী

'অনীক' সম্পাদকের কাছে শ্রীশম্ভু বাগের চিঠিটিতে আমার নাম দেখলাম। জানানো দরকার মনে করি, আমি শ্রীশম্ভু বাগের রচিত কোন যাত্রা দেখিনি, তাঁর লেখার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। 'প্রস্তুতিপর্ব' পত্রিকার লেখায় আমি কোন ব্যক্তি বা বিশেষ যাত্রাপালার কথা বলি নি। শম্ভু বাগ রচিত কোন যাত্রাপালার নামের সঙ্গে আমার উল্লেখিত কোন নামের যদি মিল থাকে, তা আমার অনভিপ্রেতেই ঘটেছে। তবে আমার লেখার মূল বক্তব্য আমি পরিহার করছি না। কোন যাত্রা বা নাটকে যদি মাও সে তুঙের তুলনায় চিয়াং কাইশেক দর্শকের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ ক'রে থাকেন - কোন বিপ্লবকে যদি যথার্থ তাৎপর্যে উপস্থিত করা না হয়ে থাকে - পুলিশ ও জোতদারকে আধা ভাঁড় হিসেবে হাজির ক'রে দর্শকমনে তাদের প্রতি চোরা ও অভিসন্ধিত সহানুভূতি সঞ্চার করা হয়ে থাকে - শোষিতের হাতিয়ার তীর বা বল্লমের ফলাকে ত্যাড়াবেঁকা করে দেখানো হয়, যা দিয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্যভেদ সম্ভব নয় - তা হলে বিপ্লবকে বা জনজাগরণকে সে সব পালা/নাটক সাহায্য করবেন না, এবং সশস্ত্র বিপ্লব যে ভুল তাই প্রতিপন্ন করবে সুকৌশলে। আমি এগুলির বিরুদ্ধেই বলেছি। নামগুলি আমার ধারণার বাহক - প্রতীক মাত্র, আর কিছু নয়। বিপ্লবকে বিকৃত ক'রে পরিবেশন ক'রে দেখানোর বিরুদ্ধেই আমার মতকে প্রকাশ করেছি।

[অনীক (ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১) পত্রিকার সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত
"এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।